ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 August, 2024 ■ আগরতলা ৫ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২০ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জ্বলছে বাংলাদেশ

অসহযোগ আন্দোলনের বলি ১৪ জন পুলিশ সহ ৯৭

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে রবিবার থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচি চলছে। হাসিনা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এ কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নরসিংদীতে ৬ জন, ফেনীতে ৮ জন, লক্ষ্মীপুরে ৮ জন, সিরাজগঞ্জে ১৩ জন পুলিশ, কিশোরগঞ্জে ৫ জন, রাজধানী ঢাকায় ১১ জন, বগুড়ায় ৫ জন, মুন্সিগঞ্জে ৩ জন, মাগুরায় ৪ জন, ভোলায় ১ জন, রংপুরে ৪ জন, পাবনায় ৩ জন, সিলেটে ৫ জন, কুমিল্লায় পুলিশ সদস্যসহ ৩ জন, শেরপুরে ২ জন, জয়পুরহাটে ২ জন, হবিগঞ্জে ১ জন, ঢাকার কেরাণীগঞ্জে ১ জন, সাভারে ১ জন, কক্সবাজারে ১ জন ও বরিশালে ১ জন সহ ৯৭ জন নিহত হয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন মারা যাওয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী,সাংবাদিক,পুলিশ ও শিক্ষার্থী রয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পাবে বলে জানাগেছে। রাজধানী ঢাকার উত্তরায় রবিবার দুপুর ১২টার দিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ২২ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। উত্তরা আধুনিক হাসপাতালে ৯ জন ও ক্রিসেন্ট হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ ১৩ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে সংঘর্ষে কয়েকশ আহত হওয়ার খরব পাওয়া গেছে।

সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ঢাকাসহ সব বিভাগীয় সদর, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, শিল্পাঞ্চল, জেলা সদর এবং উপজেলা সদরে কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। সারা দেশে সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনায় রবিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঢাকাসহ সব বিভাগীয় সদর, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, শিল্পাঞ্চল, জেলা ও উপজেলা সদরের জন্য কার্যকর হবে। রবিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ জনসংযোগ মো. শরীফ মাহমুদ এই তথ্য জানিয়েছেন।

এদিকে, এখন যারা নাশকতা করছে তারা কেউই ছাত্র নয়। তারা সন্ত্রাসী। এই সন্ত্রাসীদের শক্ত হাতে দমন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বার্তায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। সরকার পতনের একদফা দাবিতে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন।

শিক্ষার্থীদের অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিনে বিক্ষোভ ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধের নির্দেশের ফলে কোথাও কোথাও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অশান্তি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টিকারীদের কোন অবস্থায় রেহাই দেওয়া হবে না

গণ্ডাতুইসায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা ও মহকুমার সার্বিক উন্নয়নে ২৩৯.১০ কোটি টাকা ব্যায়ের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। গন্ডাতুইসায় সাম্প্রতিক অনভিপ্রেত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে যা যা সহায়তা প্রদানের সেটা নিশ্চিত করা হবে। অনভিপ্রেত ঘটনায় নিহত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের পরিবারকে মোট ১০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হবে। আক্রান্ত পরিবারগুলিকে মোট ৩ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি গন্ডাতুইসা মহকুমার সার্বিক উন্নয়নে ২৩৯ কোটি ১০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। অশান্তি সৃষ্টিকারী এবং আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টিকারীদের কোন অবস্থায় রেহাই দেওয়া হবে না।

রবিবার ধলাই জেলার গন্ডাতুইসা মহকুমায় উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করে এই ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এদিন গন্ডাতুইসা সফরে গিয়ে নারায়ণপুর বাজার, ৩৩ কেভি এলাকা, উদ্বাস্তু শিবির সহ একাধিক জায়গা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের জগবন্ধু পাড়াস্থিত বাড়িতে গিয়ে তার বাবা, মা ও ভাই বোনদের সঙ্গে কথা বলেন। এই অনভিপ্রেত ঘটনাটি নিয়ে মৃত যুবকের পরিজনদের সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার সবসময় তাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

পরবর্তী সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা ডাকবাংলোয় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এবিষয়টি নিয়ে কথা বলেন এবং গন্ডাতুইসা মহকুমার সামগ্রিক উন্নয়নে একগুচ্ছ ঘোষণা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ৭ জুলাই আনন্দ মেলাকে কেন্দ্র করে একটি অনভিপ্রেত ঘটনায় পরমেশ্বর রিয়াং নামে এক যুবক আহত হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১২ জুলাই তার মৃত্যু হয়। পরবর্তী সময় এই ঘটনাকে ঘিরে রাতের বেলায় অনেক বাড়িঘর আক্রান্ত হয়। উদ্বাস্তু হতে হয় অনেক পরিবারকে। তাদের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়। পরমেশ্বরের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। গন্ডাতুইসার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসন সার্বিক নজর রেখেছিল। এনিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার জেরে ক্ষতিগ্রস্তদের কিভাবে সহায়তা দেওয়া যায় সেনিয়ে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩৩ কেভি ও ৩০ কার্ড এলাকায় স্থায়ী নিরাপত্তা শিবিরের বন্দোবস্ত করা হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কঠোর করা হবে। এম আর দাস পাড়া ও রামনগরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের পরিবারকে আগে ৬ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। আরো চার লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। যেসব পরিবারগুলির ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে এমন ১০১টি পরিবারকে আগে ৯৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাদের আরো ২ লাখ ৫ হাজার টাকা সহ সবমিলিয়ে ৩ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত আরো ১৩টি পরিবারকে আগে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাদের আরো ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা সহ মোট দেড় লাখ টাকা প্রদান করা হবে। আংশিক ক্ষতি হয়েছে এমন ৩১টি পরিবারের মধ্যে আগে ১৮টি পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাদের আরো ২৫ হাজার টাকা সহ মোট ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া ৫টি পরিবারকে আগে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত বহু জনজাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ আগস্ট।। চড়িলাম ধারিয়াথল ভিলেজের পুরান লেম্বুতলী এবং গয়ারাম কোবরা পাড়ার অসংখ্য জনজাতিরা জ্বরে আক্রান্ত। শেষমেশ মেডিকেল টিম গিয়ে পৌঁছে চড়িলাম ধারিয়াথল এলাকায়।

রবিবার সকালে জনজাতির লোকেরা একটু হলেও স্বস্তি পেল। এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস, সিএমও, সিপাহীজলার নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম, এমওআইসি বিশ্রামগঞ্জ পিএইচসি, ডিএমও, সিপাহীজলা, এফডব্লিউপিএম, সরকারের অধিদপ্তরের কর্মকর্তা সহ লেম্বতলী এবং গয়ারাম কোবরা পাড়ায় গিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে।

একদিকে চলে স্বাস্থ্যশিবির অন্যদিকে পুরান লেম্বুতলী ও গয়ারাম কোবরা পাড়ার বেশ কয়েকটি বাড়ি পরিদর্শনকালে মেডিকেল টিমটি গ্রামের কিছু পরিবারের লোকের সাথে পরিদর্শন করে এবং নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আগামী ৭দিনের জন্য গ্রামে প্রতিদিন স্বাস্থ্য শিবির করা হবে। সোমবারে ফগিং করা হবে। মশা নিরোধক স্প্রে নিয়মিতভাবে করা হবে।

পাশাপাশি রাবার চাষীদের সাথে বৈঠক করে স্বাস্থ্যকর্মীরা। রাবার চাষীদের কি কি করতে হবে মেডিকেল টিম পরিচালনা করবে। প্রতিদিন বিছানার জালের ব্যবহার, পুরো হাতা কাপড়ের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালিত হবে। পরিস্থিতির দৈনিক পর্যবেক্ষণওহবে বলে জানিয়েছেন মেডিকেল টিম।

এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস রবিবার গয়রামপাড়া এডব্লিউসি-তে সাংবাদিকদের জানান আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরের মোট রোগী স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন। ডেঙ্গু/ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মোট রোগী ২০ জন, ২ জনডেঙ্গু/

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাহস থাকলে কেশাগ্র ছিঁড়ে দেখাক দুর্নীতির অভিযোগে চ্যালেঞ্জ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৪ আগস্ট ।। ৪০ কোটির দুর্নীতির দায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পদ খুইয়েছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে এই সুরেই সুদীপ রায় বর্মনকে নিশানা করেছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তার জবাবে আজ ঝাঁঝালো সুরে সুদীপ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, সাহস থাকলে কেশাগ্র ছিড়ে দেখাক।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে ফটিকরায় বিধানসভার রাতাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এমরাপাশা বাজারে এক জনসভায় ভাষণে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বক্তব্য রাখেন, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ৪০ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছিলেন। তাই তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন।

আজ সুদীপ বর্মন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের খন্ডন করেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকলে কেশাগ্র ছিড়ে দেখাক। তাঁর দাবি, সত্যের পথে আছি এবং কখনো সত্য কথা বলতে দ্বিধাবোধ করিনা। তিনি জানতে চেয়েছেন, তাঁকে মন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হয়েছিল ২০১৯ সালের ৩১ মে এবং প্রায় ৫ বছর পর এই অভিযোগ কেন তুলা হচ্ছে? তাঁর দাবি, এই অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। এই সমস্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে নিজেকে হালকা মন্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিচ্ছেন সুধাংশু দাস।

নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর হলেন প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। রাজ্যে এক অসহনীয় পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে, গুরুতর অভিযোগ করেছেন প্রদেশ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবার আটক ১৩ জন বাংলাদেশি নাগরিক

বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার এক বাংলাদেশী নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় আবারো বাংলাদেশী নাগরিক আটক করেছে পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ, টিএসআর ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে রাজধানী আগরতলায় রামনগর বর্ডার এলাকা থেকে ১৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে। তাদের মধ্যে ৩ জন মহিলা এবং ৯ জন পুরুষ রয়েছেন। উল্লেখ্য, বিগত কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করছে বাংলাদেশী নাগরিকরা।

পশ্চিম থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আজ তাদের আদালতে পেশ করা হবে। তিনি জানান আগামী দিনেও এরকম অভিযান জারি থাকবে।

এদিকে, ফের আটক এক বাংলাদেশী নাগরিক। বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে আমতলী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে, আমতলী থাকা এবং বিএসএফ এর যৌথ অভিযানে এক মোবাইল চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশি চালানো হয়। তখন ১৮ বছর বয়সী এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৪৮ ঘন্টার অনশন ধর্মঘটের ডাক দিল আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। সোমবার সকাল আটটা থেকে ৪৮ ঘন্টার জন্য অনশন ধর্মঘটের ঘোষণা করলো আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা।

রাজ্য সরকারের কাছে পুনর্বাসনের জন্য দাবী জানিয়ে আন্দোলনে নামছে উত্তর, উনকোটি ও ধলাই জেলার প্রাক্তন এন.এল.এফ.টি, বি.এন.সি.টি এবং এ.টি.টি.এফ আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা। সোমবার থেকে ৪৮ ঘন্টার আমরন অনশন কর্মসূচি ঘোষণা দিল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভোট সন্ত্রাস রাজ্যে

আহত মহিলা সহ চার বিজেপি কর্মী, গ্রেফতার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ আগস্ট।। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনায় উত্তপ্ত খোয়াইয়ের পদ্মবিল এলাকা। সামনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ভোট সন্ত্রাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে রাজ্যে। এদিন সন্ত্রাসের জেরে বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। অভিযোগের তীর তিপ্রা মথা, কংগ্রেস এবং সিপিআইএমের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় মহিলা সহ মোট চারজনকে মারধর করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সিপিআইএম দলের দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী প্রিয়তোষ দেব। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা সংঘটিত করে। একে একে পদ্মবিল এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে হামলা চালানো হয়। বাড়ি ঘরে প্রবেশ করে হুমকি প্রদান করা হয়। ঘটনায় এক মহিলা সহ চারজন আক্রান্ত হয়েছেন। খবর নেওয়া হয় পুলিশে। রাতেই দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭০ ▫ সংখ্যা ২৯৩ ▫ ৫ আগস্ট ২০২৪ ইং▫ ২০ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ক্ষমতায় রাশ টানতে বিল!

ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতায় রাশ টানিতে চায় কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই লক্ষ্যে দ্রুত সংসদে আইন আনা হইতে পারে। কেন্দ্র চাইছে ওয়াকফ আইনে অন্তত ৪০টি সংশোধনী আনা হইতে পারে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকেই ওয়াকফ বোর্ডের আইন সংশোধন নিয়া আলোচনা হইয়াছে। ৪০টি সংশোধনী নিয়াই কথা হইয়াছে। এর মধ্যেই রহিয়াছে ওয়াকফ বোর্ডের জমি দখলের অধিকার আইনও। বর্তমান আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের দখল করা সম্পত্তি বা জমিতে কোনরকম সরকারি পর্যালোচনা বা রিভিউ করা যায় না। পর্যালোচনা ছাড়াই ওয়াকফ বোর্ড জমি দখল করিতে পারে। কোনও সম্পত্তি নিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ওয়াকফ বোর্ডের আইনি বিবাদ চলিলেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না সরকার। এই আইনেই মূলত ওয়াকফ অধিকার খর্ব করিতে চাইছে। বিতর্কিত কোনও সম্পত্তির মালিকানা আদতে কাহার, তাহাও খতিয়ে দেখিবার আইনি এক্তিয়ার সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিতে চাইছে। আরও একাধিক ক্ষেত্রে ওয়াকফ বোর্ডের একচ্ছত্র অধিকার খর্ব করা হইতে পারে। আগামী সপ্তাহেই এই প্রস্তাবগুলি বিল আকারে আনিতে পারে কেন্দ্র।১৯৫৪ সালে পাশ হয় ওয়াকফ আইন। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন সংশোধন করে, ওয়াকফ বোর্ডকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ২০১৩ সালেও একবার ওয়াকফ আইন সংশোধন করা

হইয়াছে। এই মুহূর্তে ওয়াকফ বোর্ডের সারা দেশে ৮.৭ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি রহিয়াছে, যাহা ৯.৪ লক্ষ একর জুড়িয়া বিস্তৃত।ওয়াকফ আইনে অন্তত ৪০টি সংশোধনী আনিতে পারে কেন্দ্র। এর বিরুদ্ধে সরব

হইলেন মিম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। তিনি দাবি করিলেন, এই সিদ্ধান্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরোধী। ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে এবং দেশে আরএসএসের 'হিন্দুত্ব' এজেন্ডা কায়েম করিতেই ষড়যন্ত্র করিয়াছে গেরুয়া সরকার।

বর্তমান আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের দখল করা সম্পত্তি বা জমিতে কোনরকম সরকারি পর্যালোচনা বা রিভিউ করা যায় না। পর্যালোচনা ছাড়াই ওয়াকফ বোর্ড জমি দখল করিতে পারে। কোনও সম্পত্তি নিয়া ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ওয়াকফ বোর্ডের আইনি বিবাদ চলিলেও তাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না সরকার। সরকার নতুন আইন মারফত ওয়াকফ বোর্ডের একচেটিয়ে অধিকার খর্ব করিতে চাইছে।এই সংশোধনীগুলি ওয়াকফ সম্পত্তি কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা। এই আইনের আসল কারণ ধর্মের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করা। ওয়াকফ বোর্ডের স্বায়ত্তশাসন কাড়িয়া নিতে চায় মোদি সরকার। এটা ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী।" মিম নেতা অভিযোগ করেন, "আমাদের দেশে এমন অনেক দরগা রহিয়াছে বিজেপি-আরএসএস দাবি করে সেগুলি দরগা নয়। আসলে বিচার বিভাগের ক্ষমতা কাড়িয়া নেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।১৯৫৪ সালে পাশ হয় ওয়াকফ আইন। ১৯৯৫ সালে ওয়াকফ আইন সংশোধন করে, ওয়াকফ বোর্ডকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ২০১৩ সালেও একবার ওয়াকফ আইন সংশোধন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে ওয়াকফ বোর্ডের সারা দেশে ৮.৭ লক্ষেরও বেশি সম্পত্তি রহিয়াছে, যা ৯.৪ লক্ষ একর জুড়িয়া বিস্তৃত।

কমছে জন্মহার, কর্মশালায় বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা নিয়ে বিশ্লেষণ

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): ২০০০ সালে ভারতবর্ষে জন্মহার ছিল ৩.৩৫ শতাংশ। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ২.১১২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও করুণ। এই রাজ্যে জন্মহার মাত্র ১.২ শতাংশ। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভিসের রিপোর্টে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে ইনফার্টিলিটি ফিজিশিয়ান ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের দল। শনিবার 'সৃষ্টি ইনফার্টিলিটি ক্লিনিক'-এর বার্ষিক সম্মেলনে সরকারি ও বেসরকারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মের চিকিৎসকদের (যারা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করছেন) জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।জনসংখ্যার বিচারে ভারতবর্ষ বিশ্বের মানচিত্রে একেবারে সামনের সারিতে হলেও (১৪৫ কোটি) পৃথিবী জুড়ে সন্তানহীনতার সমস্যা বাড়ছে। এটা একটা আশঙ্কার কথা। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ বরিষ্ঠ নাগরিক। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যা বাড়লেও জন্মহার অনেক কমে গেছে।এক দিনের এই কর্মশালায় তরুণ চিকিৎসকদের বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার খুঁটিনাটি সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরষ্কার পাওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানী দীপ্যমান গাঙ্গুলি, 'সৃষ্টি'-র অধিকর্তা বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ সুদীপ বসু, মুম্বইয়ের চিকিৎসক নীতিন চৌবাল, স্মিত প্যাটেল, খুরশিদ আলম, অভিনিবেশ চ্যাটার্জি, সুজয় দাসগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হাতেকলমে বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন।বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় আলট্রাসনোগ্রাফির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অত্যাধুনিক ফিউচার আলট্রাসনোগ্রাফি, এন্ডমেট্রিওসিসের চিকিৎসায় বাটারফ্লাই পেরিটনেক্টমি, ল্যাটেরাল পেলভিক ওয়ালের ইউরেটার ডিসেকশন, ডুয়াল ট্রিগার ইন আইভিএফ, রোবোটিক সার্জারি ইন গায়নোকলজি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।ডা সুদীপ বসু জানান যে, অন্যান্য অসুখের মত বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রেও শুরুতে চিকিৎসা করালে ভাল ফল পাওয়া যায়, খরচও তুলনামূলক কম হয়। আসলে জীবনযাত্রার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে সন্তানধারণের সমস্যা বাড়ছে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে সন্তান না হলে কিছু নিয়মমাফিক পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়।যেমন ধরুন কারুর হরমোনের তারতম্য অথবা কারুর টিউব ব্লক অথবা কোনও সিস্ট আছে। সেক্ষেত্রে এগুলির চিকিৎসা করলেই সন্তান ধারণ সম্ভব। যদি এই চিকিৎসা করে কোনও সুফল পাওয়া না যায় তখনই টেস্ট টিউব বেবি অর্থাৎ আইভিএফ এর সাহায্য নিতে হয়। বন্ধ্যাত্বের কারণ বহুমুখী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিম্বাণু বা শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা, ফ্যালোপিয়ান টিউবের গোলমাল, এন্ডোমেট্রিয়াম লাইনিং এর ত্রুটি অপর্যাপ্ত শুক্রাণু ইত্যাদি নানান সমস্যা বন্ধ্যাত্ব ডেকে আনে। আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাক্টিভ টেকনিক অর্থাৎ এআরটির সাহায্যে এই সমস্যাগুলিকে যতটা সম্ভব পাশ কাটিয়ে সন্তান ইচ্ছুক দম্পতির ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে ভ্রূণ তৈরি করা হয়। সকলেরই এই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার।

রবিবার উত্তর-দক্ষিণ উভয় বঙ্গেই বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): রবিবার তিলোত্তমায় মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। এদিন কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকায় আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হবে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ায় দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নিম্নচাপ এখন গভীর নিম্নচাপে পরিণত। ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে ক্রমশ বিহার এবং উত্তর প্রদেশের দিকে এগোচ্ছে। সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ক্যানিং-এর উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে অসম পর্যন্ত আরও একটি মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় রয়েছে।

ধর্ম মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাকে হরণ করলে তা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়

বরুণ দাস

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বজুড়েই ধর্ম নিয়ে চলছে যত গা- জোয়ারি। আমরা যতই শিক্ষিত, আধুনিক ও উন্নত হচ্ছি না কেন, আমাদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা কিন্তু কমছে না। বরং আগের চেয়েও বাড়ছে। ফলে শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতি নিয়েই আজ সন্দেহ জাগছে। প্রকৃত শিক্ষা তো মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ায়। যে সচেতনতা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে শেখায়। কিন্তু আজকের দিনে গোটা বিশ্বজুড়েই তেমন মানসিকতার মানুষ যেন কমে যাচ্ছে।

যুগে যুগে যেসব মহাপুরুষ- মহামানবরা ধর্মের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেসব ব্যাখ্যা আমরা মানছি কোথায়? অথচ মহাপুরুষ-মহামানবের ছবি ঘরে টাঙাই, কেউ বা লকেটে পুরে গলায় ঝুলিয়ে চলি, তাঁদের শ্রীচরণে মাথা ঠেকাই আমরা অনেকেই, কিন্তু তাঁদের কথা বা উপদেশ কর্ণপাত করি না। গু আমাদের এই যে পরস্পরবিরোধী আচরণের কোনও সঠিক ব্যাখ্যা মেলে না। এক অদ্ভুত। মানসিকতা আমাদের মধ্যে কাজ করে। একে গুকি দ্বিচারিতা বললে খুব একটা মিথ্যে বলা হবে?

ধর্ম পালনের জন্য আমরা অনেকেই। সকাল- সন্ধ্যায় মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার-গির্জায় ছুটি। কখনও বা বিশেষ দিনে বা পার্বণে। একা কিংবা সমবেতভাবে প্রার্থনায় মিলিত হই। কেউ পুজো দিই, কেউ চাদর চরাই কিংবা। নীরবে আকুতি জানাই। এসবই বাহ্য ব্যাপার। কিন্তু এরও প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি লোকদেখানো বিষয় নয়। একেবারেই। ভিতরের ব্যাপার। সেটাই হচ্ছে আসল। যেখানে সবার অলক্ষ্যে ইষ্ট দেবতার কাছে নীরবে-নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন করা।

কিন্তু এখন তো সবকিছুই "প্রদর্শন"-এর ব্যাপার। আমি কতবড় ভক্ত, তা প্রমাণ করা চাই অন্যের কাছে। তা না হলে আমার ধর্মীয় পরিচয় কিংবা ভক্তি-বিশ্বাস প্রমাণ করা যাবে না। পক্ষান্তরে যার কোনওরকম ধর্মবিশ্বাস নেই, তারও তা লোকসমক্ষে জাহির করতে * হবে। নিজেকে জাহির করার প্রবণতাটাই আজ মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখন আড়ল-আবডালের দিন বোধহয় শেষ। সর্বত্রই আমাদের মধ্যে প্রদর্শনের এক মরিয়া প্রাচেষ্টা। আর প্রদর্শন যেখানে, সেখানেই রেষারেষি আর প্রতিযোগিতা।

আজকের সামাজিক (নাকি অসামাজিক।)। মাধ্যম মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রবণতাকে যেন উসকে দিয়েছে। যা কিছু করি, অন্যকে অবহিত করাতে হবে। ব্যক্তিগত পরিসর বলে আর কিছু থাকছে না। সবটাই যেন হাট করে খুলে দিয়েছি আমরা। এই খুলে দেওয়াতেই যেন আমাদের অপার আনন্দ, আমাদের তুলনাহীন তৃপ্তি। সবকিছুই এখন পোস্ট করা হয় সামাজিক মাধ্যমে। এরপর তীক্ষ্ণ নজর রাখি লাইক-কমেন্ট-শেয়ারের দিকে। আট থকে আশি- সবার মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এখন। নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করাই শ্রেয় হবে আশা করি। ধর্ম নিয়ে কী বলেছেন তিনি? ধর্ম হচ্ছে একটা ভাব, যা পশুকে মনুষ্যত্বে আর মানুষকে দেবতায় উন্নীত করে। একবার ভাবুন তো, ধর্মের কী অসাধারণ ব্যাখ্যা। কত সহজ সরলভাবে ধর্মের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। সর্বসাধারণের পক্ষে বোঝা কত সহজ। ধর্ম শব্দের কোনও ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা নয়। নয় কোনও সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা। একেবারে নিজস্ব ঢঙে বলা।

অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী বললেন? "যত মত তত পথ"। প্রচলিত কোনও ধর্মকেই তিনি অস্বীকার করলেন না। বরং প্রতিটি ধর্মকেই যথাযথ মান্যতা দিয়ে ওই কথা বললেন। অর্থাৎ মত ও পথ ভিন্ন হলেও উপাস্য একজনই। যিনি যেভাবে তাঁর কাছে পৌঁছতে চান, তিনি সেভাবেই (পড়ুন সেপথেই) এগোবেন। কারও সঙ্গে কারও বিরোধ নেই। গোটা পৃথিবী জুড়ে ধর্ম নিয়ে যে বিভেদ- বিদ্বেষ আর অনাকাঙ্খিত হানাহানি, তার কোনও প্রয়োজনই নেই।

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ধর্ম নিয়ে কী বললেন? ধর্ম কী- এই প্রশ্নে তিনি বললেন, সেবাই হলো প্রকৃত ধর্ম। এর চেয়ে বড় কোনও ধর্ম নেই। তাই তো আর্তজনের সেবায় তিনি জগৎজুড়ে গড়ে তুললেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ। দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবসেবাই এই সংঘের ধর্ম। ধর্মের এমন প্রাঞ্জল ও সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা সত্ত্বেও আমরা কেন যে অন্য পথে হাঁটার চেষ্টা করি, তা ঠিক বোধগম্য হয় না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আমরা কি ওইসব মহাপুরুষ- মহামানবদের চেয়ে বেশি জানি?

ধর্ম বলতে যেখানে স্পষ্টতই নিজেদের চিত্ত-বিবেকের জাগরণ কিংবা উত্তরণের কথা বলা হয়েছে, আর্তজনের সেবার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ধর্মকে আমরা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছি কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা অনুযায়ী যে মতে ও যে পথেই চলি না কেন, আমাদের মূল লক্ষ্য একজনের কাছেই পৌঁছনো। তাঁকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন। ঈশ্বর-ভগবান-গড- আল্লাহ কিংবা আরও নাম হয়তো আছে। কিন্তু সে তো একজনই। তাহলে জাতিতে জাতিতে কেন বিভেদ-বিদ্বেষ?

যদি প্রশ্ন করা যায়, মানুষ আগে নাকি ধর্ম আগে? এর উত্তর একটাই আর তা হলো, মানুষ আগে, ধর্ম পরে। সভ্যতার আদিযুগে মানুষের কোনও ধর্মীয় পরিচয়ই ছিল না। কারণ তখন ধর্মের আবিষ্কার হয়নি। ধর্ম বিষয়টা এসেছে অনেক পরে। কেন এবং কীভাবে ধর্মের উদ্ভব, তা আমাদের অনেকেরই হয়তো জানা। তাই এ নিয়ে নতুন করে আলোচনায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটানো বোধহয় ঠিক হবে না। শুধু আলোচনার সুবিধার্থে এটুকু বলা যায়, পৃথিবীতে মানুষের পরেই ধর্মের আগমন।

অর্থাৎ মানুষের হাত ধরেই ধর্মের আগমন। শুধু ধর্ম কেন, সভ্যতা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সবই এসেছে মানুষের হাত ধরে। সভ্যতার ক্রমোন্নতি হয়েছে মানুষেরই প্রয়োজনে এবং প্রচেষ্টায়। জীবনে চলার পথকে সুগম করতে সবক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়েছে। সংস্কার হয়নি কেবল ধর্মের (হিন্দুধর্মের কিছু কিছু সংস্কার হয়েছে বটে, কিন্তু আরও অনেক সংস্কার বাকি)। হিন্দুধর্মের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় উনিশ শতকে তবে সেসময় অনেক উচ্চশিক্ষিত, উদারমনা এবং যুক্তিনিষ্ঠ মানুষ এই ধর্মে শুধু আকৃষ্ট নন, এই ধর্ম গ্রহণও করেন। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে রবীন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন, এমনকি, সত্যজিৎ রায়ের পিতৃপুরুষও এই ধর্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে ছিলেন নিরাসক্ত। আহ্বান কিংবা বিসর্জন কোনওটাতেই তাঁর বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। তিনি শুধু সেবাধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন। আজীবন সেকাজেই নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ধর্মের আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক বিষয়টা যখন আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে, তখনই হয় যত মুশকিল। একথা সব ধর্মের মানুষের কাছই সমান প্রযোজ্য। যাবতীয় গোঁড়ামি এবং মৌলবাদি কার্যক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়ে মানুষ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে সামনে রেখে দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি, বিভেদ-বিদ্বেষ, এমন কি, হানাহানি ও রক্তপাত পর্যন্ত ঘটে থাকে। এই ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে তো বটেই, পৃথিবীর অন্যত্রও এই অনাকাঙ্খিত চিত্র আমাদের সবার কমবেশি চোখে পড়ে।

ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই ধর্মীয় সংঘাত বেশি লক্ষ্য করা যায়। ভারত-পাকিস্তান- বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ধর্মীয় রোষানলের চূড়ান্ত শিকার। দেশভাগের আগে থেকেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্মীয় তাণ্ডব চলছে। এখনও যা অব্যাহত। যে দেশে যারা ধর্মীয় দিক থেকে সংখ্যালঘু, সেদেশে তারাই অত্যাচারিত। ধর্মের দোহাই দিয়ে চলছে সংখ্যালঘু নিপীড়ন। নানাভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের হেনস্থা সহ ভিটেমাটি ছাড়া ও হত্যাও করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে দেখুন, বিশ্বের অন্যত্র চলছে মুসলমান-খ্রিস্টানের জোর লড়াই। কারা দোষী আর কারা নির্দোষী, তা বিচারের দায়িত্ব এই নিবন্ধকের নয়। তবে "এক হাতে তালি বাজে না" বলে একটা সাবেকি কথা আছে। তাকে মান্যতা দিলে দোষ উভয় পক্ষের বলে ধরে নেওয়া যায়। যারা উন্নত সভ্যতার অন্যতম দাবিদার, শিক্ষা- দীক্ষা তথা জ্ঞান- বিজ্ঞানে অনাদেশের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে, তারাও ধর্মীয় সংঘাত থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারছেন না। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় নিঃসন্দেহে।

আমাদের চারপাশে এতো যে ধর্মীয় বিদ্বেষ, ধর্মীয় বিভেদ, ধর্মীয় ঘৃণা, ধর্মীয় হানাহানি, এমন কি, ধর্মীয় রক্তপাতের ছড়াছড়ি, এর থেকে মুক্তি কোথায়? উন্নত দুনিয়ায় ধর্মকে নিয়ে মনুষ্যত্ব ও মানবতাবিরোধী এমন অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ কি চলতেই থাকবে? একে প্রতিহত করার কি কোনও উপায় বা অস্ত্র আমাদের হাতে নেই? যা দিয়ে এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলা যায়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ অযথা ধর্মের কচকচানি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না।

কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, তারা না চাইলেও তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা হয় ধর্মীয় মাতন বা তাণ্ডবে। এবং বলাবাহুল্য, এই ধর্মীয় তাণ্ডবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁরাই। আড়ালে থেকে যায় মূলচক্রীরা। শুধু সাধারণ মানুষই নন, ব্যাহত হয় দেশের উন্নয়নের গতিধারা। নষ্ট হয় রাষ্ট্রীয় সম্পদ। বিপর্যস্ত হয় মানবসম্পদ। পিছিয়ে পড়ে দেশ। পিছিয়ে যায় সভ্যতার চাকা। তাহলে প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যিই উন্নত হয়েছি। নাকি, উন্নত হওয়ার ভান করছি মাত্র। সবটাই আসলে ভণ্ডামি।

গোটা বিশ্ব জুড়েই এই যে বল্গাহীন ধর্মীয় বিদ্বেষ, ধর্মীয় বিভেদ, ধর্মীয় হানাহানি বা রক্তপাত, এর পিছনে যুক্ত হয়েছে নষ্ট রাজনীতি। নষ্ট রাজনীতির ধারক-বাহকেরাই গোপনে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে সাম্প্রদায়িক সপ্তাহ ভেঙে চুরমার করে দিতে। আমাদের চারপাশে ধর্মীয় বিদ্বেষের চাষ হচ্ছে। এখন আর কোনওরকম আড়ালে-আবডালে নয়, প্রকাশ্যেই এসব কর্মকাণ্ড চলছে। আমরা অনেকে দেখেও না-দেখার ভান করে থাকি। ভয়ে কিংবা উদাসীন্যে আমরা চুপ করে থাকি। আমাদের দেশেও এই প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন তাদের এই অপপ্রয়াস। এর উত্তরে সেই বহুশ্রুত কথারই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কী সেই বহুশ্রুত কথা? মানুষে মানুষে যত বিরোধ থাকবে, যত বিদ্বেষ থাকবে, যত বিচ্ছিন্নতা থাকবে, ততই তাদের রাজনৈতিক সুবিধা। নিজেদেরকে বিপন্ন মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সুবিধা। বিভেদের মধ্যে শাসন ও শোষণ করার ক্ষমতা ধরে রাখতে সুবিধে। নষ্ট রাজনীতির ধারক-বাহকেরা এই সুবিধে হেলায় ছেড়ে দেবে কেন?

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ধর্মকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই কি শান্তি ফিরে আসবে। এর উত্তর সহজে মেলে না। কারণ ধর্মকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ধর্ম একটা সহজাত বিশ্বাস। যে বিশ্বাস মিশে আছে আমাদের রক্তের সঙ্গে। এক চাইলেই মুছে দেওয়া যায় না। সোভিয়েত রাশিয়াও পারেনি। সোভিয়েতের পতন বা বিপর্যয় ঘটতেই দলে দলে মানুষ ছুটে গেছেন চার্চের দিকে। কাজেই আমাদের ভাবনাচিন্তাকে গতানুগতিক খাতে নয়, একেবারে অন্যখাতে নিয়ে যেতে হবে।

তা না হলে কাজের কাজ কিছু হবে না। অন্য খাত বলতে? এই নিবন্ধের শুরুতে যে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গে। ধর্মের বাহ্যিক দিকটা সরিয়ে অন্তর্গত দিকটা প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। যেখানে মানুষে মানুষে বিভেদ -বিদ্বেষ নয়, বরং সহমর্মিতার কথা বলা হয়েছে। হানাহানি কিংবা রক্তপাত নয়, পারস্পরিক সম্ভাবের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার দিকটা উন্মোচন করতে হবে। আগে মানু, তারপরে ধর্ম- এই একথাটা বার বার জানান দিতে হবে। এজন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মহাপুরুষ- মহামানবদের প্রসঙ্গ টেনে আনতে হবে। তাঁদের কথার অন্তর্নিহিত ভাবটি তুলে ধরতে হবে। মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার ওপর সর্বাধিক জোর দিতে হবে। ধর্মের টেক্সট-এর চেয়ে মানব কল্যাণের দিকটি নিয়ে ভাবনা জাগিয়ে। তুলতে হবে। জানি, কঠিন কাজ। কিন্তু কঠিন বলে পিছিয়ে গেলে চলবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেই আমাদেরকে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। তা না হলে সমূহ বিপদ। যে বিদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সবাই। সুতরাং সাধু সাবধান। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রথম মহিলা শহিদ

ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহিদ ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯১১ সালের ৫ মে চট্টগ্রামের পটিয়ার ধলঘাট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার কাছে ঝাঁসি রাণীর গল্প শুনে দেশের স্বাধীনতায় জীবন উৎসর্গ করার স্বপ্ন দেখতেন। কলকাতায় এসে সেই লক্ষ্যে অগ্রগতির জন্য পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর যখন সেই সুযোগ এল, তখন সহযোগীদের বাঁচাতে গুলির লড়াইয়ে আহত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মুখে সায়ানাড পুরে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনিও নারী। নারী নেতৃত্ব কেমন হতে পারে তার উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন। স্নেহময়ী, মমতাময়ী আবার শত্রু নিধনে খর্গহস্তা। কিন্তু এইদিনটিতে দ্রোহকালের সেই অগ্নিকন্যাকে ভুলে গেলে ইতিহাস হয়ত বাঙালি জাতিকে ক্ষমা করবে না। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শুধু সামান্য সশস্ত্র বিপ্লবী ছিলেন না। তিনি ভারতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। অস্পৃশ্যতা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে দেশমাতৃকার সেবায় সবাইকে সামিল করার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন আজীবন। মাত্র ২১ বছর ৪ মাস ১৯ দিনের জীবনকালে তিনি ভারতীয় নারীর আর্দশ চরিত্রের উদাহরণ রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৩০ সালে ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। অত্যাচারী সাহেবরা এখানে সন্ধ্যার পর এসে আনন্দ উল্লাস করত। মাস্টারদার সিদ্ধান্তে ১৯৩২ সালের ২৩ সেপেম্বর পুনরায় ইউরোপিয়ান ক্লাবে আচমকা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মালকোচাদেওয়া ধুতি আর পাঞ্জাবী সেই সঙ্গে চুল আটকাতে সাদা পাগড়ি আর পায়ে রাবারের জুতা পরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রাত আনুমানিক পৌনে এগারটায় এই আক্রমণ সংঘটিত করা হয়। এই আক্রমণ অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। তবে এক ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসারের ছোড়া রিভালভারের গুলিতে জখম হন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। পরে অভিযান শেষে বাকি বিপ্লবীদের সঙ্গে অনেকটা দূর তিনি এগিয়ে যান। কিন্তু বাকী বিপ্লবীদের সঙ্গে দ্রুত চলা আর সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে প্রীতিলতা পটাশিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দেন ও বাকীদের দ্রুত স্থানত্যাগের নির্দেশ দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। বিপ্লবীরা শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থানত্যাগ করেন। ৫ মে ছিল এই অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবীর জন্মদিন।

বাঙালি মহিলা বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম ইন্দুমতী সিংহ ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের নারী বিপ্লবী। ইন্দুমতী সিংহ ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোপাল সিংহ। তার ভাই ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম পুরোধা অনন্ত সিংহ। ইন্দুমতী সিংহের পরিবার রাজনৈতিক পরিবার। তিনি বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। বিপ্লবী দলের সদস্যের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় এবং নানা মিশনে অংশ নেন। নিজেও অস্ত্র চালনা জানতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা পরিচালনার জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি সমাজ সেবা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। ইন্দুমতী সিংহ ১৯৭৬ সালে ৪ মে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯০৫ সালে ১৯ জুলাই এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ই অক্টোবর এবং তা কার্যকর করার পর বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। পূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন মাদারিপুর সমিতির প্রধান ব্যক্তি ও আদর্শ। তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের লেখাপড়া পরিত্যাগ করে ১৯১০ খ্রিঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের গুপ্ত বিপ্লবী দল মাদারিপুর সমিতি গঠন করেন। সমিতিতে আরও সাতাশজন বিপ্লবী তরুণ ছিলেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্রসহ মাদারিপুর সমিতির প্রায় সদস্যরা গ্রেপ্তার হন এবং পাঁচ মাস জেল খাটেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ণচন্দ্র দাস কলকাতায় গিয়ে জোরেসোরে কাজ শুরু করলে সিংহপুরুষ যতীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় ও গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯১৫ সালে গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী মিনিটে ৩৬০টি গুলি ছোড়ার কৃতিত্বে বাঘাযতীনের নিকট পুরস্কৃত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন দিবসে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা ওড়িশার বালেশ্বর জেলায় বুড়িবালাম নদীর তীরে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে তিনি শহিদ হন। ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে পূর্ণচন্দ্র দাশ হতাশাগ্রস্থ হয়ে কলকাতায় সমিতির সকল সদস্যদের অন্যতম বিপ্লবী নেতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে অর্পণ করেন। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের লেখাপড়া পরিত্যাগ করে মাদারীপুরে মাদারীপুর সমিতি নামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। ১৯১৪-১৫ সনে তিনি বাঘা যতীনের সঙ্গে কাজ করেন। বালেশ্বরের ট্রেঞ্চযুদ্ধে বাঘা যতীনের চারজন পার্শচর তাঁরই দলের কর্মী ছিলেন। বাঘা যতীনের এই চারজন পার্শচর ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, যতীশ পাল, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং নীরেন দাশগুপ্ত। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্র গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন পর মুক্তি পান। কিন্তু ১৯১৪ সনে ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলে আটক থাকেন। পরে তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। দেশ বিভাগের পর দলীয় রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তুহারাদের কল্যাণে তৎপর হন। বালিগঞ্জে এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অতুলকৃষ্ণ ঘোষ একজন ভারতীয় বিপ্লবী, অনুশিলন সমিতির সদস্য এবং যুগান্তর দলের নেতা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সময় হিন্দু জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিলেন। অতুলকৃষ্ণ ১৮৯০ সালে নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়ার এতমামপুর-জাদুবয়রা গ্রামের এক বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর পিতা-মাতা তারেশচন্দ্র এবং বিনোদিনী দেবী। ১৯২৪ সালের জানুয়ারিতে, গোপীনাথ সাহা একজন ইংরেজ আর্নেস্ট ডে কে হত্যা করেন, যিনি কলকাতা পুলিশের বহুল-ঘৃণ্য কমিশনার যতীন মুখোপাধ্যায়কে হত্যা করার জন্য তাকে টেগার্ট বলে গণ্য করেছিলেন, অতুলকৃষ্ণকে রাজবন্দি করা হয়েছিল, ১৯২৬ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। একই বছর তিনি মজিলপুরের মেনকারানী রক্ষিতকে বিয়ে করেন এবং রাজনীতি থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ব্যবসায়ে নামেন। শেষ বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন একজন খুব দক্ষ প্রশিক্ষিত কুস্তিবিদ ছিলেন। কিন্তু যে বিষয়টি তাকে চিহ্নিত করেছিল তা ছিল তার দেশভক্তি, আত্মশক্তি এবং তার একাগ্রতা শক্তি। অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ৪ মে ১৯৬৬ সালে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে মারা যান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২৬১ জন ব্যক্তি

মালিগাঁও, ০৪ আগস্ট, ২০২৪: ট্রেনে নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী বহন করার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখার সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২০২৪-এর জুলাই মাসে ১.৬৩ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে। এই সময়সীমার মধ্যে বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশনে অভিযান চালিয়ে আরপিএফ নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী বহন করার কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করে।

প্রাসঙ্গিক আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট ওসি/জিআরপি অথবা স্থানীয় থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি ৩০ জুলাই, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ টিম এক তথ্যের ভিত্তিতে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি অভিযান চালায়। এই তল্লাশির সময় তারা ২.৮০ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ২৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং এই ঘটনা সম্পর্কে দুইজন ব্যক্তিকে আটক করে। পরে, প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ ধৃতদের ওসি/জিআরপি/আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখের অন্য একটি ঘটনায় লামডিঙের আরপিএফ টিম ট্রেন নং. ১২৪২৪ আপ (রাজধানী এক্সপ্রেস) পাহারা দেওয়ার সময় ট্রেন থেকে তিন জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং ২২ লক্ষ (আনুমানিক) টাকা মূল্যের ১১০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। পরে, প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রীসহ ধৃত ব্যক্তিদের ওসি/জিআরপি/মরিয়নির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ১৯.৭০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ ও চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং নিষিদ্ধ/চোরাই সামগ্রী ট্রেনে পরিবহণ করার অভিযোগে ২৬১ জন ব্যক্তিকে আটক করে। বিগত বর্ষের তথা ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী ২৫.৪৩ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ ও চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করেছিল এবং নিষিদ্ধ সামগ্রী চোরা চালানের অভিযোগে ৩৯২ জন ব্যক্তিকে আটক করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রেলওয়েকে মাদক পাচারকারীদের ব্যবহার থেকে মুক্ত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী নিয়মিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে।

সমস্ত সন্দেহভাজন ট্রেন এবং যাত্রী এলাকায় আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে ঘন ঘন অভিযানও চালানো হয়ে আসছে।

'রাস্তা তুমি কার', অভিনব স্লোগান তুলে জলপাইগুড়ির ডাঙ্গাপাড়ায় পথ অবরোধ

জলপাইগুড়ি, ৪ আগস্ট (হি.স.): 'রাস্তা তুমি কার' এই স্লোগান তুলে জলপাইগুড়ির ডাঙ্গাপাড়ায় পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় মানুষজন। পঞ্চায়েত ও পুরসভার টানাপোড়নে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কার বন্ধ বলে দাবি। বেহাল রাস্তার কারণে দুর্ভোগের শিকার ৩টি ওয়ার্ড ও ২টি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে রবিবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করা হয়। রাস্তায় বাঁশ বেঁধে চলে অবরোধ। ছুটির দিন হওয়ায় সেভাবে ভোগান্তি হয়নি। তবে, সাধারণ মানুষজন কিছুটা হলেও সমস্যার মধ্যে পড়েন।

পুরুলিয়ায় যুবককে পিটিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

পুরুলিয়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): পুরনো পারিবারিক বিবাদের জেরে পুরুলিয়ার পাড়া থানা এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম রেজ্জাক আনসারী (৩৫)। তাঁর বাড়ি পাড়া থানার তেঁতুলহিটি

ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনা : কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হয়নি, স্পষ্টীকরণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের

হাফলং (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংগঠিত হলেও কোনও শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেনি বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে।

আজ রবিবার ডালমিয়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যা ৬-টা ৫০ মিনিট নাগাদ সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দুই নম্বর লাইনে যে নতুন প্রকল্পের কাজ চলছে, সেখানে ক্র্যাং টাওয়ার ভেঙে পড়লেও কোনও শ্রমিক নিহত হননি। তবে ওই দুর্ঘটনায় সাতজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহত সাত শ্রমিকের মধ্যে গুরুতর আহত পাঁচজনকে হোজাইয়ে বেসরকারি হাম হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করানো হয়েছে। সেখানে ওই পাঁচ শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে। তাছাড়া আহত আরও দুই শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে উমরাংসো হাসপাতালে।

তবে শনিবার সন্ধ্যায় ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দুই নম্বর লাইনের নতুন প্রকল্পে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রথমে পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যুর আশংকা করা হয়েছিল। তবে আজ ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর অস্বীকার করেছেন কর্তৃপক্ষ।এদিকে আজ রবিবার ডিমা হাসাওয়ের জেলা কমিশনার সীমান্তকুমার দাস শনিবার সন্ধ্যায় ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কোনও শ্রমিকের মৃত্যু হয়নি বলে জানিয়েছেন। তবে কার ভুলে এই ভয়ংকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে কারও কাছে কোনও উত্তর নেই। ডালমিয়া সিমেন্ট ফ্যাক্টরির দুই নম্বর লাইনে যে নতুন প্রকল্পের কাজ চলছে সেখানে শতাধিক কর্মী কাজে নিয়োজিত। কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের জন্য কোনও সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই বলে জনৈক শ্রমিক সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন।

ডিভিসির জল ছাড়ায় ভাটোরা দ্বীপ অঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

হাওড়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): শনিবার রাতে ডিভিসি জল ছাড়ায় হাওড়ার ঘোড়াবেড়িয়া-চিতনান ও ভাটোরা এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত, যা 'ভাটোরা দ্বীপ অঞ্চল' নামে পরিচিত, রবিবার সকাল থেকেই মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। চারটি শক্তপোক্ত বাঁশের ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ভাটোরা গায়েন পাড়া, ভাটোরা গোলাবাড়ি, পানশিউলি ঘাট ও কুলিয়া ঘাট আজানগাছি টাকি পাড়া ফেরিঘাট ব্রিজগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরের সঙ্গে হাওড়ার এবং হুগলির একাংশের যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই কারণে বিপাকে পড়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ফলে যাতায়াতের অসুবিধায় ভুগছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যার ফলে জনজীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে শহর সবুজায়নে চারাগাছ বিতরণ

নববারাকপুর, ৪ আগস্ট (হি.স.): বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় নববারাকপুর পুরসভার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, পুরসভার বড়বাবু সজল নন্দী মজুমদার, স্থানীয় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যের নির্দেশে এক হাজার চারাগাছ রোপণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মেহগনী, শিশু, বকুল-সহ

দিল্লিতে আগামী দু''দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, বর্ষণ চলবে দেশের অন্যত্র

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): আগামী দু''দিন জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, দেশের অন্যত্র ভারী বৃষ্টিপাত চলবে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট, কোঙ্কন অঞ্চল, গোয়া ও মহারাষ্ট্রে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে অত্যধিক বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।দেশব্যাপী আবহাওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে রবিবার আইএমডি বিজ্ঞানী ডঃ নরেশ কুমার বলেছেন, 'বর্ষা সক্রিয় পর্যায়ে রয়েছে... আমরা পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান, গুজরাট, কোঙ্কন অঞ্চল, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের আশা করছি, যার জন্য আমরা রেড অ্যালার্ট জারি করেছি। আগামী দুই দিনে দিল্লি-এনসিআরে বৃষ্টি হবে না।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে কথা মমতার

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি. স.) এ রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির জন্য দায়ী ঝাড়খণ্ডের তেনুঘাট জলাধার। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছে, রাজ্যের অভিযোগ এমনই। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তিনি এই সমস্যার সমাধানে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এরপর তিনি সে বিষয়ে এক্স হ্যান্ডেলে জানান। তিনি বলেন, উদ্ভূত সমস্যা মেটাতে তাঁর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি। আচমকা বাংলা জুড়ে বন্যার পরিস্থিতি। এর জন্য 'ম্যান-মেড'

থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন এ রাজ্যের কারা মন্ত্রী অখিল গিরি। রবিবার ভরদুপুরে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন। বরখাস্তের 'খাঁড়া' এড়িয়ে যেতেই তড়িঘড়ি এই পদত্যাগের কথা তিনি ঘোষণা করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এক প্রতিক্রিয়ায় সংবাদ মাধ্যমের কাছে অখিল বলেন, আপোষ করার জন্য দলের তরফে নির্দেশ এলেও এই মুহূর্তে সেসব কোনও কথা মানছি না। উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে ঐ পদ থেকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দিলেও তা অমান্য করা তো দূরের কথা ইস্তফা দিয়ে এই মুহূর্তে তিনি দল থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে এই খবর যায়।

নিতান্তই বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেছেন। যত শীঘ্র সম্ভব সরকারি ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র আগামীকাল পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, কোনও সরকারি অফিসারের কাছে ওই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়া তাঁর কাছে কোনও ব্যাপার নয়। ওই মন্তব্যের জন্য যে অনুতপ্ত তিনি, তাও জানিয়েছেন। করে অবিলম্বে তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন, এমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রে।

উল্লেখ্য, তাজপুরে বেআইনিভাবে জায়গা দখল ও দোকান বসানো নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত। এক মহিলা রেঞ্জ অফিসার মনীষা সাউ''কে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় মন্ত্রীকে। এই বিতর্কের জেরে এই পদত্যাগের বিষয়টি সামনে এসেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনীষা সাউ এক প্রতিক্রিয়ায় সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন, 'জমি বাঁচানোই তাঁর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব'।

ফের হিংসার আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ, সমগ্র দেশে মৃত্যু বেড়ে ২৩

ঢাকা, ৪ আগস্ট (হি.স.): ফের হিংসার আগুনে অশান্ত হয়ে উঠল বাংলাদেশ। আবারও পথে বাংলাদেশের পড়ুয়া, যুবসমাজ। তাঁদের এ বার দাবি একটাই, শেখ হাসিনা সরকারের অপসারণ। রবিবার থেকে সে দেশে শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শাসকদল আওয়ামী লীগ এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ালেন আন্দোলনকারীরা। বন্ধ করা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। মৃত্যু হয়েছে ২৩ জনের।নিহতদের মধ্যে ফেনীতে পাঁচজন, পাবনায় তিনজন, মুন্সিগঞ্জে দু''জন, বগুড়ায় দু''জন, মাগুরায় দু''জন, রংপুরে দু''জন, সিলেটে দু''জন, ঢাকার সাভার ও জিগাতলায় একজন করে দু''জন এবং বরিশাল, কুমিল্লা ও সিরাজগঞ্জে একজন করে নিহত হয়েছেন।আন্দোলন নিয়ে এ বার মুখ খুলল শেখ হাসিনার সরকার। দেশের তথ্য এবং সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মহম্মদ আলি আরাফত জানিয়েছেন, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করতে চান তাঁরা। হিংসা 'দমনে' জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা।

নদীয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তক্ষক পাচারের চেষ্টায় গ্রেফতার ৩

নদীয়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): নদীয়ার চাপরা সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তক্ষক পাচারের চেষ্টায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, চাপড়া থানার পুলিশ মাস্টারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। ধৃতদের নাম আফারান সেখ, ভোলা মিঞা ও আমানুর সেখ। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আফারান সেখ বিহারের বাসিন্দা। অভিযুক্তরা গাড়ি করে তক্ষকটি ভিন্ন রাজ্যে পাচার করার পরিকল্পনা করছিল।

তক্ষক-সহ একটি চার চাকা গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তক্ষকটি কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং এর পেছনে কোনও বিদেশি যোগসাজশ আছে কিনা, সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার, তিনজনকেই বিশেষ আদালতে তোলা হয়।

বনদফতরের আধিকারিকের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের পরও মন্ত্রী অখিল গিরির পাশেই এলাকাবাসীদের একাংশ

তাজপুর, ৪ আগস্ট (হি.স.): বনদফতরের রেঞ্জ অফিসার মণীষা সাউয়ের সঙ্গে কথোপকথনের ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। অভিযোগ, মন্ত্রী অখিল গিরি এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তিনি ওই আধিকারিককে বিভিন্ন কটু কথা বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার সকাল থেকে কিছু এলাকাবাসী জড়ো হয়ে মন্ত্রীর পাশেই দাঁড়ান এবং দাবি করেন যে, ওই আধিকারিকের আচরণেই মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। জানা গেছে, এলাকায় উত্তেজনা বজায় থাকলেও বন দফতরের আধিকারিক এবং কর্মীরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। ঘটনাটি নিয়ে তাজপুর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় প্রশাসনও সতর্ক রয়েছে।

ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় দুঃস্থ পরিবারে মশারি বিতরণ নিউ বালিগঞ্জ রোটারি ক্লাবের

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে ডেঙ্গি ছড়াতে শুরু করেছে।

কলকাতা এবং রাজ্যের কিছু জেলায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নিচে বসবাসরত অসহায় ৩৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৫টি মশারি বিতরণ করল নিউ বালিগঞ্জ রোটারি ক্লাব।

উদ্দেশ্য হলো, মশা-বাহিত রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করা। সুমনা, অমলের মতো অভাবী পরিবারের ছোট্ট শরিক থেকে অবিনাশ মণ্ডল, সাবিত্রী গায়েনের মত বয়স্কদের মুখে হাসি ফুটল নিরাপত্তার এই বলয় পেয়ে। মূলত সংগঠনের সম্পাদক সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় ও যৌথ সম্পাদক সুতিথি বোসের উদ্যোগে এই আয়োজন।

নিউ বালিগঞ্জ রোটারি ক্লাবের সভাপতি সত্য গোপাল দে এই প্রতিবেদককে বলেন, ''সমস্ত সমস্যার সমাধানে সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা যদি স্থানীয় স্তরে সাংগঠনিক স্তরে মুস্কিল আসানের চেষ্টা করি, তাহলে সামগ্রিকভাবে তার একটা ইতিবাচক ফল হতে পারে। আয়োজন সহযোগিতায় তিনি গড়িয়াহাট থানা এবং ক্লাবের অন্য কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রসঙ্গত, আগের বছরের তুলনায় চলতি মরশুমে যেহেতু দেরিতে বর্ষা এসেছে সেই কারণে ডেঙ্গির বিষয়টি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রশাসনের। যাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে না যায় সেই কারণে এবার পুরসভার চেয়ারম্যান এবং মেয়রদের নিয়ে আগামী ৮ আগস্ট বৈঠক ডেকেছেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

সমবায় নির্বাচনে বিজেপির টেন্ট ভেঙে দেওয়ার অভিযোগে পথ অবরোধ চাপড়ায়

নদীয়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): রবিবার চাপড়ার দৈয়েরবাজার মহারাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। বিজেপির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের টেন্ট ভেঙে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সকাল থেকে দৈয়েরবাজারে কৃষ্ণনগর-করিমপুর খুঁটি হেলিয়ে তৃণমূলের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, তবে এলাকায় উত্তেজনা বজায় রয়েছে।

২০২৯ সালেও বিরোধী আসনে বসার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ইন্ডি জোটের : অমিত শাহ

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

জিমে নয়, বাড়িতেই শুরু হোক শরীরচর্চা

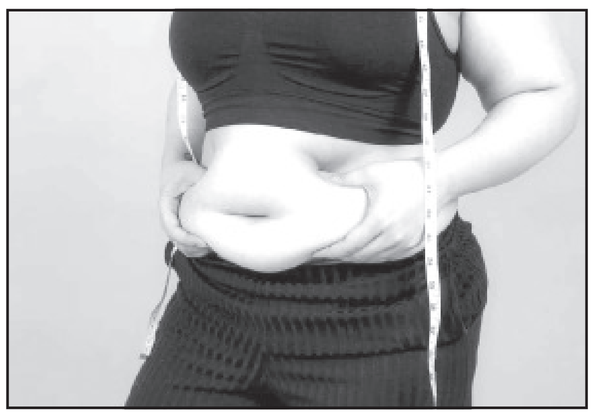

বাড়ি থেকে অফিসে টিফিন না এনে, বাইরের খাবার কিনে খাওয়া হোক কিংবা অফিস ফেরত চপ-মোমো-চাউমিন বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই হোক, জীবনযাপনে নানা অনিয়ম করার সময় রয়েছে আমাদের। নেই কেবল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে জমে থাকা মেদকে জব্দ করতে প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা করার সময়। ফলে শরীরের ওজন বাড়ছে হু হু করে। অল্পবিস্তর ডায়েট শুরু করলেও, ভালমন্দ খাবার দেখেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়!

এই সমস্যা দূর করতে পারেন রোজ মাত্র পাঁচ মিনিট সময় খরচ করলেই। পাঁচ মিনিটের একটি অভ্যাসই মেদ জমার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। ভাবছেন তো, পাঁচ মিনিটের কোন ব্যায়ামে মেদ ঝরানো সম্ভব? উত্তর হল, স্কোয়াট। চেয়ারে বসার মতো করে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর ও পিঠ সোজা রেখে দাঁড়ানোকেই স্কোয়াট বলে। এই সময় হাত দু'টো সামনের দিকে টানটান করে ছড়িয়ে দিন।

রোজ শরীরচর্চার সময় না পেলেও নিয়ম করে মিনিট পাঁচেক স্কোয়াট করুন। শরীরের অনেকটা উপকার মিলবে। স্কিপিং, দৌড়নো, হাঁটাহাঁটিতে পায়ের পেশির যে উপকার মেলে, স্কোয়াট থেকে তার অনেকটাই পাওয়া সম্ভব। কোমর ও পায়ের পেশিকে শক্তসমর্থ করতেও স্কোয়াটের জুড়ি মেলা ভার। আর কী কী উপকার হয় স্কোয়াট করলে?

১. টেস্টোস্টেরন ও গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে বিশেষ কার্যকর এই ব্যায়াম। যার জেরে পেশির বৃদ্ধি ও ভরকে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়। সারা শরীরে শক্তির সমান বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিশেষ কাজ করে এই ব্যায়াম।

২. নিয়ম করে এই ব্যায়াম করলে কথায় কথায় পেশিতে টান, গাঁটে ব্যথা, একটু দৌড়ঝাঁপেই পেশির ব্যথার মতো অসুবিধা দূর হয়। এই ব্যায়ামে শরীরের কার্যক্ষমতা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। দেহের ভারসাম্য, গতিশীলতা সব কিছুকেই স্বাভাবিক করতে ব্যায়ামটি অভ্যাস করুন।

৩. সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে যে পরিমাণ ক্যালোরি ঝরে, তার চেয়েও বেশি ক্যালোরি ঝরাতে পারে এই ব্যায়াম। তবে নিয়ম মেনে করলে তবেই লাভ হবে। ৪. শরীরের গঠন, পিঠ ও কোমরের আকার ও গোটা শরীরে নানা "অ্যাবস" তৈরি করতে স্কোয়াট একাই একশো। শুধু তা-ই নয়, শরীরে ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ, লিপিড মেটাবলিজম, রক্তে শর্করার পরিমাণ ঠিক রাখা ইত্যাদিও এই ব্যায়ামের মাধ্যমে সম্ভব। ডায়াবিটিস, ওবেসিটি ইত্যাদি থেকে শরীরকে অনেকটাই দূরে রাখার ক্ষমতা রাখে স্কোয়াট।

৫. এই ব্যায়াম করলে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। হরমোন ক্ষরণ, কোষে কোষে পুষ্টিগুণ পৌঁছনোর কাজও সহজ হয়ে যায়।

গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড

একদিন নিয়মের বাইরে খাবার খেলেই গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়। একটু তেল, মশলাদার খাবার খেলেই বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর দিতে থাকে। মাঝেমধ্যে গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড। কিন্তু প্রায় দিনই যদি গ্যাস-অম্বল, বদহজমের সমস্যায় ভোগেন, তখন মুঠো মুঠো অ্যান্টিসিড খাওয়া মোটেই ভাল নয়। চিকিৎসকদের মতে, গ্যাস-অম্বল এড়াতে রোজ রোজ অ্যান্টিসিড খাওয়ার অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। বরং, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিসিড খেলে হিতে-বিপরীতও হতে পারে। এক্ষেত্রে বদহজমকে ঘরোয়া উপায়ে প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজে নেওয়া দরকার। সাধারণত খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং শরীরচর্চার দ্বারা গ্যাস-অম্বলের সমস্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার সঙ্গে এই ৬ উপাদানের সাহায্যে পেট ফোলা- বুক জ্বালার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

আদা: আদার মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা খাবার হজমে সাহায্য করে। পাশাপাশি বদহজম, বুক জ্বালার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। যেদিন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে তখন এক টুকরো কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন। কিংবা আদা দিয়ে চা খেতে পারেন।

অ্যালোভেরা: অ্যাসিডিটির কারণে শরীরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়, তা থেকে মুক্তি দিতে পারে অ্যালোভেরা। তাছাড়া নিয়মিত অ্যালোভেরার জুস পান করলে আপনি বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এই পানীয় শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

ক্যামোমাইলের চা: মানসিক চাপ ও অনিদ্রা অনেক সময় বদহজমের সমস্যা ডেকে আনে। এক্ষেত্রে রাতে খাবার খাওয়ার পর এক কাপ ক্যামোমাইলের চা পান করুন। এই চা স্নায়ুর উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি গলা-বুক জ্বালার সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। বেকিং সোডা: অ্যান্টাসিড খাওয়ার বদলে বেকিং সোডার সাহায্য নিন। এই উপাদান পেটের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস কমাতে অ্যান্টাসিডের মতোই কাজ করে। তবে, বেকিং সোডা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার: ওজন কমাতে অনেকেই অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের সাহায্য নেন। অম্লধর্মী হলেও অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার অ্যাসিডিটির সমস্যাকে দূর করতে সহায়ক। সকালবেলা খালি পেটে এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করুন। এর চেয়ে বেশি অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

মৌরি: মুখশুদ্ধির জন্য অনেকেই ভারী খাবার খেয়ে মৌরি খান। মৌরি চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে বদহজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখে। মৌরি পেটে অ্যাসিডিটির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

এইডস প্রতিরোধে করণীয়

বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য বিষয়ক সংকটগুলোর একটি হলো এইডস। এই মারণব্যাধির জন্য দায়ী এইচ আই ভি ভাইরাস। ইউ এন এইডস এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৩৪ মিলিয়ন মানুষ এইডস আক্রান্ত। প্রতিদিন এইডসে গড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন সাড়ে ৫ হাজার মানুষ। এ পর্যন্ত প্রায় ৩৫ মিলিয়ন মানুষ এ প্রাণঘাতী রোগে মারা গেছেন।

১৯৮০ সালে প্রথম এই ভাইরাস ছড়াতে শুরু করে বলে জানা যায়। প্রাণঘাতী ব্যাধি এইডস সম্পর্কে সবারই কমবেশি ভুল ধারণা আছে। এ কারণেই এইডস রোগীকে খারাপ চোখে দেখে সমাজ। সবার ধারণা থাকে, এই রোগটি হওয়ার মূল কারণ হলো অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক!

তবে শারীরিক সম্পর্ক ছাড়াও একাধিক কারণ আছে এইচআইভি পজেটিভ হওয়ার। এইডসের জন্য দায়ী 'হিউম্যান ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস' (এইচআইভি) নামের রেট্রোভাইরাসটি। মানুষের রক্ত ও অন্যান্য দেহ রসেই একমাত্র বেঁচে থাকে এই ভাইরাস।

এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এমনকি সর্দি-কাশিকেও আটকাতে পারে না শরীর। ফলে 'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম' বা এইডসের প্রভাবে মৃত্যু অবধারিত হয়ে ওঠে। যদিও এইচআইভিতে আক্রান্তদের বাঁচাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চেষ্টার শেষ নেই। চলছে একের পর এক গবেষণা।

এইডস কীভাবে ছড়ায়? নারী বা পুরুষ কারও যদি শরীরে এই ভাইরাস থাকে, তাহলে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্যজনের শরীরে সহজেই প্রবেশ করবে এই রেট্রোভাইরাস।

কনডম ব্যবহার করলে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এমন ধারণাও ঠিক নয়। কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের সময়ে কনডম ফুটো হয়ে গেলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। ইঞ্জেকশন নেওয়ার সময় নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করা না হলে দ্রুত এই ভাইরাস অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এইডসে আক্রান্ত প্রসূতির সন্তানের শরীরেও এইডস হতে পারে। বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে শিশুর দেহে এই ভাইরাস প্রবেশ করে। ইউনিসেফের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি ২ মিনিটে একটি শিশু এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে। আধুনিক কিছু ওষুধে এই রোগে রোগীর জীবন কিছুদিন বাড়ানো গেলেও সে সব চিকিৎসা পদ্ধতি মোটেও মধ্যবিত্তের আয়ত্বে নেই। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সুস্থ ব্যক্তির দেহে ভুলবশত ব্যবহার হলে তা থেকে রোগ ছড়ায়। এইচআইভিতে আক্রান্তদের মাড়ির ক্ষত ও দেহের ক্ষত থেকে নিঃসৃত লালা ও রস থেকে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে।

এইডস প্রতিরোধে করণীয় আপনি যদি এইচআইভিতে ভোগেন, তাহলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। আপনার কারণে যাতে পরিবারের অন্য কেউ মারাত্মক এই রোগে আক্রান্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন। এর পাশাপাশি নিয়মিত চেকআপ করুন। আপনি যদি এইচআইভি'র সংস্পর্শে ভুল করেও আসেন, তাহলে পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিস ব্যবহার করুন।

এক্ষেত্রে প্রথম ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পিইপি গ্রহণ করার মাধ্যমে এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমাতে পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাকে ২৮ দিন ওষুধ খেতে হবে। প্রতিবার শারীরিক সম্পর্কের সময় নতুন কনডম ব্যবহার করুন। এইচআইভি থাকলে যৌন সঙ্গীকে আগেই জানান। না হলে আপনার ভুলে তিনিও আক্রান্ত হতে পারেন। ইনজেকশন গ্রহণের সময় পরিষ্কার সুঁই ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করুন। এইচআইভি পজিটিভ অবস্থায় আপনি যদি গর্ভধারণ করেন তাহলে শিশুর শরীরেও এই সংক্রমণ ঘটতে পারে। তবে আপনি যদি গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করেন, তাহলে আপনি ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকবেন। ৮. বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের সুন্নতে খৎনা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। । ১৯৮৮ সাল থেকে এইডসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বে এ দিবসটি পালন করা হচ্ছে।

দারুচিনির দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে

শুধু খাবারে স্বাদ বাড়ানোর জন্য দারুচিনি ব্যবহার করেন। এছাড়া আর কোনও কাজে লাগে না, ভাবছেন? ভুল ভাবছেন। আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তাহলে এই মশলা আপনার অনেক কাজকে সহজ করে তুলতে পারে। ওজন কমানোর জন্য অনেকেই সকালবেলা খালি পেটে উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করেন। একইভাবে, আপনি লেবুর জলের বদলে দারুচিনির জল পান করলে বেশি উপকার পাবেন। এতে মেদ গলবে, পাশাপাশি একাধিক উপকারিতাও মিলবে। ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে দারুচিনি। মেটাবলিজম বৃদ্ধি করে: দারুচিনির মধ্যে থার্মোজেনিক উপাদান রয়েছে, যা দেহের মেটাবলিক রেট বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মশলার মধ্যে থাকা উপাদান দেহে তাপ উৎপন্ন করে এবং হজম হওয়া খাবার থেকে ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে। এটি মেটাবলিজমের উপর প্রভাব ফেলে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখে: বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দারুচিনি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা উন্নত করতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। রক্তে সুগার লেভেল বশে থাকলে মিষ্টি ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে। আর এতে ওজনও বশে থাকে। এটি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপযোগী।

খিদেকে নিয়ন্ত্রণ করে: দারুচিনির গন্ধ মস্তিষ্কের কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে এবং এটি মিষ্টি ও ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমাতে সাহায্য করে। দারুচিনি যুক্ত খাবার খেলে মনে হয় পেট ভরে রয়েছে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া থেকে দূরে থাকা যায়।হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে: প্রাচীনকাল থেকে হজমের জন্য দারুচিনি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মশলা বদহজম, পেট ফোলা এবং খাবার খাওয়ার পর শারীরিক অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেয়। আপনার হজম স্বাস্থ্য ভাল থাকলে এটি দেহে পুষ্টি শোষণে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। হজম স্বাস্থ্য উন্নত হলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়।পুষ্টিতে ভরপুর: দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ ও মেটাবলিক ডিসঅর্ডার থেকে মুক্তি দেয়। অন্যদিকে, দারুচিনির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা দেহের অক্সিডেটিভ চাপ কমিয়ে রোগের ঝুঁকি কমায়।

শরীরকে ডিটক্সিফাই করে: দারুচিনির জল পান করলে, এটি দেহে জমে থাকা সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয়। পাশাপাশি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যায়।

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়

অস্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। আজকাল বাচ্চাদের মধ্যেও বাড়ছে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল না করা, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার কম খাওয়াই বাচ্চাদের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। সপ্তাহে যদি ৩ বারের কম পায়খানা হয় কিংবা মলত্যাগ করতে গেলে কষ্ট হয়, তখন বুঝতে হবে আপনার সন্তান কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে। ছোট বয়স থেকে এই সমস্যা থেকে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া জরুরি। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় সবসময় যে ওষুধ খাওয়ালেই পায়খানা হবে, এমন অভ্যাস বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে না তোলাই ভাল। তার চাইতে ঘরোয়া উপায়ে কীভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যকে প্রতিরোধ করবেন এবং মলত্যাগে কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে জোর দিন।ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বৃদ্ধি করুন: বাচ্চা যদি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে তাহলে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া। গোটা শস্য, ফল ও শাকসবজি রাখুন ডায়েটে। ফাইবার মলকে নরম করে এবং এতে মলত্যাগে কোনও কষ্ট হয় না।

হাইড্রেট রাখুন: হাইড্রেশন কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাকে প্রতিরোধ করে। খেয়াল রাখুন যে আপনার সন্তান পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করে। হাইড্রেশন মলকে নরম করে দেয় এবং মলত্যাগের প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়। জলের পাশাপাশি ডাবের জল, ফলের রস এবং তরল জাতীয় খাবার খাওয়ান বাচ্চাকে।

প্রোবায়োটিক সাহায্য করতে পারে: প্রোবায়োটিক হজম স্বাস্থ্য উন্নত করতে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রোবায়োটিক খাবার হিসেবে বাচ্চাকে দই খাওয়াতে হবে। টক দই খেতে না চাইলে আপনি ফলের সঙ্গে দই মিশিয়েও খাওয়াতে পারেন। রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তুলুন: ছোট বয়স থেকে রোজ মলত্যাগ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। দিনে অন্তত ১০ মিনিট টয়লেট সিটে বসানোর অভ্যাস করুন। ছোট বয়স থেকে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায় এবং রোজ মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

সকালবেলার রুটিন: প্রতিদিন সকালে বাচ্চাকে এক গ্লাস গরম দুধ দিন। পাশাপাশি ৪-৫টা ভেজানো কিশমিশ খাওয়ান। প্রয়োজনে আপনি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও গরম দুধে ঘি মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। আয়ুর্বেদের মতে, এই ঘরোয়া টোটকাগুলো কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। যদি গ্যাস, বদহজমের জন্য বাচ্চার মলত্যাগে সমস্যা হয়, তাহলে রাতে পেটে হিং মালিশ করুন। এতে গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং শারীরিক অস্বস্তি কমবে।

ইউরিক অ্যাসিডের ভয়ে মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলে আরো বিপদ হতে পারে

ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিন। দেহে প্রোটিনের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আপনি যদি আগেভাগেই প্রোটিন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন, তাহলেই মুশকিল। প্রোটিন এমন একটি পুষ্টি যা, পেশির বিকাশের বাইরেও ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে, টিস্যু মেরামত করতে এবং মেজাজকে উন্নত করতে সাহায্য করে। ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রণ থেকে প্রোটিন গঠিত হয়। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে নানা রোগ দেখা দিতে পারে, যা ইউরিক অ্যাসিডের সমান বা তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে। মাসল মাস প্রোটিন: পেশির গঠনের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য। তাই দেহে যদি প্রোটিনের ঘাটতি থাকে, তাহলে আপনার পেশিও দুর্বল হয়ে পড়বে। পেশির কার্যক্ষমতা কমে যাবে। গা-হাত-পায়ে ব্যথা-যন্ত্রণা বাড়বে। ইমিউনিটি দুর্বল হয়ে পড়ে: দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইমিউনিটি সিস্টেম দুর্বল হয়ে পড়লে দেহে সংক্রমণ ও রোগের ঝুঁকি বেড়েছে। প্রোটিন দেহে অ্যান্টিবডি গঠনে সাহায্য করে, যা সংক্রমণ ও রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তাই প্রোটিন গ্রহণ কমালে রোগ বাড়বে। ক্ষত নিরাময় হবে দেরিতে: কোনও কাঁটাছেঁড়া বা ক্ষত ও আঘাত সারাতে কোলাজেন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোলাজেন হল এক ধরনের প্রোটিন যা নতুন কোষ গঠনে ও ক্ষত নিরাময়ে সাহায্য করে। দেহে প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হলে কোলাজেনও গঠন হবে না এবং ক্ষত সারতেও সময় নেবে। দুর্বলতা: পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন না থাকলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। কায়িক শ্রম করার মতো ক্ষমতা থাকবে না। সারাদিন ঘুম পাবে এবং কাজ করার এনার্জি থাকবে না। পাশাপাশি রক্তাল্পতার ঝুঁকি বাড়বে এবং মেটাবলিজম দুর্বল হয়ে পড়বে। চুল, ত্বক এবং নখের সমস্যা: ত্বক, চুল ও নখ গঠনে সাহায্য করে কোলাজেন, ইলাস্টিন ও কেরাটিন। এই তিনটিই হল প্রোটিনের প্রকারভেদ। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে চুল পড়া, নখ ভেঙে যাওয়া এবং ত্বকের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেজাজ পরিবর্তন হওয়া: যেহেতু অ্যামিনো অ্যাসিডের সংমিশ্রনে প্রোটিন গঠিত হয়, এটি একাধিক নিউরোট্রান্সমিটারকে সংশ্লেষণ করে। এটি সেরোটোনিন, ডোপামিনের মতো 'হ্যাপি হরমোন' নিঃসরণে সাহায্য করে যা মেজাজকে উন্নত করে। তাই দেহে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে মুড সুইং, বিরক্তি এবং একাধিক মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা ঘরে ঘরে

বর্তমানে কোলেস্টেরলের সমস্যা খুবই বাড়ছে। বলা ভাল ঘরে ঘরে রয়েছে এই কোলেস্টেরলের রোগী। কোলেস্টেরল বাড়া মানেই সুগার, প্রেশার সবই বাড়বে চড়চড়িয়ে। কোলেস্টেরল বাড়লে রক্তচাপ বাড়ার এবং সেখান থেকে হৃদরোগের সম্ভাবনা থেকে যায়। আমাদের শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরলই থাকে। আর তাই সুস্থ থাকতে হলে বুঝেশুনে খাবার খেতে হবে। অতিরিক্ত ক্যালোরির খাবার খেলে চলবে না। রোজ শরীরচর্চা করতেই হবে। গোটা শস্য বেশি করে খেতে হবে। শরীরে ভাল আর খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরল থাকে। খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ার মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। রোজ রোজ মদ, মটন খেলে, আইসক্রিম, মিষ্টি, তেলের খাবার এসব বেশি খেলেই বিপত্তি। সেখান থেকে হতে পারে একাধিক সমস্যা। আর তাই আগে থাকতে সতর্ক থাকুন। গোটা শস্য নিয়ম করে খেলে ক্যানসার ও অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাও থাকবে দূরে। সেই সঙ্গে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস থেকেও দূরে থাকা যাবে। কোলেস্টেরল কমাতে ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। গোটা শস্য মানে আটা, সাদা ভাত, ময়দা এসব নয়। কুইনোয়া, ব্রাউন রাইস, ওটস এসব বেশি করে খান। এর মধ্যে ফাইবারের পরিমাণও অনেকটা বেশি। সেই সঙ্গে আয়রন, ভিটামিন বি, থায়ামিন, রাইবোফ্ল্যাভিন, নিয়াসিন, ফোলেট, ম্যাগনেশিয়াম, সেলেনিয়াম রয়েছে। আর তাই যা কিছু খাবেন নিয়ম করে- ব্রাউন রাইস- ব্রাউন রাইসের মধ্যে ফাইবার অনেক বেশি পরিমাণে থাকে। এককাপ ব্রাউন রাইসের মধ্যে ৩ গ্রাম মতো ফাইবার থাকে। সেখানে সাদা চালের মধ্যে ফাইবার একেবারেই থাকে না। রান্না করা ব্রাউন রাইস এক কাপ খান। সঙ্গে ডাল, স্যালাড, সবজি বেশি করে খানকুইনোয়া- কুইনোয়া সম্পূর্ণ গ্লুটেন মুক্ত একটি শস্য। এর মধ্যে ভিটামিন বি অনেকটা পরিমাণে থাকে। সেই সঙ্গে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এককাপ রান্না করা কুইনোয়াতে ৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ওটস- ওটসের মত ভাল খাবার আর দুটো হয় না। এর মধ্যে থাকে বিটা গ্লুকান। যা কোলেস্টেরলের শোষণ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও থাকে ফাইবার, গ্লুকোজ। যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের রোগীরা রোজ নিয়ম করে ওটস খান। যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁরাও খেতে পারেন। এতে সুগারও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

মধ্যপ্রদেশের এক মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হল ৯ শিশুর। আহত একাধিক। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি বলেন, আজ সাগর জেলার শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে আমি শোকাহত।

আহত শিশুদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত শিশুদের দ্রুত আরোগ্য কামনা মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার শাহপুরে রবিবার সকালে মন্দিরের এক কোণায় বসে মাটির শিবলিঙ্গ বানাচ্ছিল শিশুরা।

আচমকাই মন্দিরের একাংশের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। দেওয়ালগুলি বহু বছরের পুরনো। দীর্ঘদিন সেগুলো মেরামত না হওয়ায় এদিন বৃষ্টিতে দেওয়াল ধসে পড়ে বিপত্তি ঘটে। দুর্ঘটনার পরই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলছে উদ্ধারকাজ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, এই দুর্ঘটনায় কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ফেরিঘাট ভেঙে পড়েছে, ফলে নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন। বৃহস্পতি ও শুক্রবার টানা বৃষ্টিপাতের পর তিলপাড়া জলাধার থেকে ময়ূরাক্ষী নদীতে প্রায় ৫০০০ কিউশেক জল ছাড়া হয়, যা শনিবার সকালে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি করে। রবিবারও একই অবস্থা জেলার। ফেরিঘাট ও সাঁইথিয়া তালতলার ফেরিঘাট সম্পূর্ণভাবে জলের তলায় চলে যায়। এতে করে নদীর দুই প্রান্তের মানুষজন যাতায়াতের সমস্যার সম্মুখীন হন। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে মোটরবাইকসহ সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সাঁইথিয়া রেল ব্রিজ এবং সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজ পারাপার করছেন, যদিও তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সাঁইথিয়া নতুন ব্রিজের উপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং কাজের জন্য ব্রিজটিও প্রায় বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। তবে কিছু মানুষ ঝুঁকি নিয়ে সেই ব্রিজের উপর দিয়েও হেঁটে পারাপার করছেন।

সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : অমিত শাহ

চণ্ডীগড়, ৪ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার চণ্ডীগড়ে মণিমাজরা জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কেন্দ্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার শিবালিক গার্ডেনে ২৪ড়৭ জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।পরে এই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আজ যে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, তাতে ২৪ ঘন্টা (সাধারণ মানুষ) জল পাবেন। আজ থেকে বোনেদের অ্যালার্ম রাখতে হবে না, আপনারা সবসময় জল পাবেন। এখানে কোনো ট্যাঙ্কার থাকবে না...এতে ৭৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এর থেকে উপকৃত হবেন ১ লক্ষের বেশি মানুষ।

কিশোর কুমারের ৯৫তম জন্মদিন পালন

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): কিংবদন্তি গায়ক কিশোর কুমারের ৯৫তম জন্মদিন সাড়ম্বরে পালিত হল টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার সন্নিকটে। এই উপলক্ষে তাঁর মূর্তিতে রবিবার মাল্যদান করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে কিশোর কুমারকে শ্রদ্ধা জানান। এদিন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও উপস্থিত ছিলেন। বাংলা সিনেমার অন্যতম সেরা নায়ক রঞ্জিত মল্লিক সহ বিশিষ্ট গায়করাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, প্রতি বছর এই দিনটিকে স্মরণ করে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এই বছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

উল্লেখ্য, এদিন অমর শিল্পী কিশোর কুমারের স্মরণে গানে গানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে বিশিষ্ট শিল্পী থেকে নতুন প্রতিভাবান শিল্পীরাও কিশোর কুমারের স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন ৭ জন

এটাওয়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায় আগ্রা-লখনউ এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। ডাবল ডেকার বাস ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এটাওয়া-র এসএসপি সঞ্জয় কুমার বর্মা বলেছেন, 'শনিবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রায়বরেলি থেকে দিল্লিগামী একটি ডাবল ডেকার বাসের সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। বাসে ৬০ জন ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে

অযোধ্যায় নিপীড়িতার পরিবারের পাশে বিজেপি, সপা-কে তোপ প্রতিনিধি দলের

অযোধ্যা, ৪ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় নীপিড়িতার পরিবারের সঙ্গে রবিবার দেখা করল বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। দলে ছিলেন বাবুরাম নিশাদ, নরেন্দ্র কুমার কাশ্যপ, সঙ্গীতা বলওয়ান্ত প্রমুখ। বিজেপির এই তিনিধি দল ওই নীপিড়িতা পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দলের উর্দতন নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট জমা দেবে। উল্লেখ্য, এক ১২ বছর বয়সী কিশোরীকে গণধর্ষণের ঘটনায় সমাজবাদী পার্টির এক সদস্য জড়িত বলেও অভিযোগ। বাবুরাম বলেছেন, 'আমরা নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি এবং আমরা পুরো রিপোর্ট জাতীয় নেতৃত্বের কাছে জমা দেব। আমাদের উত্তর প্রদেশ সরকার এই অপরাধকারী অভিযুক্তদের রেহাই দেবে না। অখিলেশ যাদব ডিএনএ পরীক্ষার বিষয়ে কথা বলেছেন।' রাজ্যসভার সাংসদ সঙ্গীতা বলওয়ান্ত বলেছেন, 'আমি নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা তার ব্যথা বোঝার চেষ্টা করেছি... মুখ্যমন্ত্রী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমরা তাকে আশ্বস্ত করেছি যে তিনি ভয় পাবেন না এবং কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সামনেই তৃণমূলের বিক্ষোভ ও ''গো ব্যাক'' স্লোগান

নদীয়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): শাসকের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কর্মীদের উৎসাহ দিতে গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন বিজেপির পরাজিত প্রার্থী অমৃতা রায়, যিনি রানীমা নামে পরিচিত। রবিবার নদিয়ার চাপড়া থানার দৈয়েরবাজার সমবায় সমিতি নির্বাচনে শাসক দলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিজেপির আয়োজিত অবরোধ কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেন।

অবরোধের খবর পেয়ে, চাপড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও, অমৃতা রায় ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এবং ''গো ব্যাক'' স্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তৃণমূল কর্মীদের এই বিক্ষোভের মধ্যেও অমৃতা রায় তার দলের কর্মীদের উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, এলাকার রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হিমাচলের লাহুল-স্পিতিতে মেঘভাঙা বৃষ্টি, তলিয়ে গেল দু''টি সেতু

শিমলা, ৪ আগস্ট (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্য। হিমাচল প্রদেশের শিমলা, কুল্লু ও মান্ডিতে প্রকৃতির রোষে জনজীবন বিপর্যস্ত। এবার মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হল হিমাচল প্রদেশের লাহুল-স্পিতি জেলা। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সেখানে তলিয়ে গিয়েছে দু''টি সেতু। দু''টি সেতু তলিয়ে গিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।আশুতোষ গাদেকর, ওআইসি, দারচা-শিঙ্কু এলএ রোড ১২৬ আরসিসি বিআরও বলেছেন, '২ আগস্ট রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। প্রবল বৃষ্টিতে একটি বেইলি ব্রিজ এবং নতুনভাবে নির্মিত ব্রিজ ভেসে যায়...আমাদের দল কাজ করছে, আমরা ২-৩ দিনের মধ্যে রাস্তা খুলে দেব আমরা ২-৩ দিনের মধ্যে একটি নতুন সেতু তৈরি করব।

আলুর বর্ধিত দাম নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ শ্যামবাজারে

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): উত্তর কলকাতা মহিলা মোর্চার পূর্ণিমা চক্রবর্তী ও বিজেপির অন্যতম কর্মকর্তা নারায়ণ চ্যাটার্জির উদ্যোগে শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনে আলুর বর্ধিত দাম নিয়ে অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিজেপি নেতৃত্ব গয়নার বক্সে গয়নার পরিবর্তে আলু রেখে প্রতিবাদ জানায়, যা জনমনে কৌতূহল ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন, আলুর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। তাদের এই অভিনব প্রতিবাদটি আলুর মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিতে একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করেছে। উপস্থিত জনতা এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে এই অভিনব প্রতিবাদ বেশ সাড়া ফেলেছে।

সরুপথারে সড়ক দুর্ঘটনা, আহত তিন, সংকটজনক এক

গোলাঘাট (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : রাত হলে একাংশ মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল নেশাসক্ত বাইক চালকের জন্য সরুপথার শহরের মানুষ আতঙ্কে থাকেন। বিশেষ করে রাত নয়টার পর একাংশ উচ্ছৃঙ্খল নেশাসক্ত বাইকার সরুপথার শহরে তাণ্ডব শুরু করে।এ ধরনের এক ঘটনা শনিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ সরুপথারে এলআইসি বিল্ডিঙে সামনে মাতাল বাইকার দুরন্ত গতিতে রাস্তার ডিভাইরের ওপাশে রং সাইড ধরে যাচ্ছিল। তখন ওই বাইকের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আগত আরও একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রচণ্ড সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন।খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। তাঁরা আহতদের নিয়ে যান সরুপথার সরকারি হাসপাতালে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা

রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভাঙচুর ১২ অভিযুক্ত গ্রেফতার

রামপুরহাট, ৪ আগস্ট (হি.স.): রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর জেরে চিকিৎসককে মারধর ও হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, চিকিৎসককে মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জনকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাবে পুলিশ।উল্লেখ্য, চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বীরভূমের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। অভিযোগ, ক্ষুব্ধ রোগীর পরিজন হামলা চালায় হাসপাতালে। ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি কর্তব্যরত ইর্নান চিকিৎসককে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় খণ্ডযুদ্ধ। এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

বিশাখাপত্তনম স্টেশনে ট্রেনের খালি কামরায় আগুন, হতাহতের খবর নেই

বিশাখাপত্তনম, ৪ আগস্ট (হি.স.): বিশাখাপত্তনম রেল স্টেশনে আগুন লাগল ট্রেনের একটি খালি কামরায়। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ ট্রেনের খালি কামরায় আগুন লাগে। দ্রুত সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। আগুনে অন্য কোনও কামরার ক্ষতি হয়নি। হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি। ওয়াল্টেয়ার ডিভিশনের ডিআরএম সৌরভ প্রসাদ বলেছেন, 'এই খালি বগিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোচিং ডিপোতে যাওয়ার কথা ছিল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল এবং সকাল ৯.২০ মিনিট নাগাদ আরপিএফ কর্মীরা প্রথমে ধোঁয়া লক্ষ্য করেন।'ডিআরএম আরও জানিয়েছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া নিভিয়ে ফেলা হয়। প্রোটোকল অনুযায়ী, বাকি রেকগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে কোচিং ডিপোতে নিয়ে যাওয়া হয়। বি৭ কামরায় আগুন লেগেছিল, কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত ৯ শিশু

ভোপাল, ৪ আগস্ট (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এক মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হল ৯ শিশুর। আহত একাধিক। জানা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার শাহপুরে রবিবার সকালে মন্দিরের এক কোণায় বসে মাটির শিবলিঙ্গ বানাচ্ছিল শিশুরা। আচমকাই মন্দিরের দেওয়ালের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। তাতেই চাপা পড়ে একাধিক শিশু। জানা গিয়েছে, মন্দিরের দেওয়ালগুলি বহু বছরের পুরনো। দীর্ঘদিন সেগুলো মেরামত না হওয়ায় এদিন বৃষ্টিতে দেওয়াল ধসে পড়ে বিপত্তি ঘটে। দুর্ঘটনার পরই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলছে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তারকেশ্বরের মন্দিরে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, বাঁকুড়ায় আহত ১২ জন পুণ্যার্থী

বাঁকুড়া, ৪ আগস্ট (হি.স.): তারকেশ্বরের শিব মন্দিরে ভগবান শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার পথে বাঁকুড়ার কোতুলপুরের শিহড়ে দুর্ঘটনায় জখম হলেন ১২ জন পুণ্যার্থী। পিকআপ ভ্যান উল্টে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের কোতুলপুর গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের আরামবাগ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।রবিবার সকালে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তারকেশ্বরে আসছিলেন সবাই, আচমকাই পিকআপ ভ্যান উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন।

নদীর জলস্তর বৃদ্ধি, মহারাষ্ট্রের আবাসনের বেসমেন্টে ঢুকলো জল

পুণে, ৪ আগস্ট (হি.স.): একটানা বৃষ্টিতে পাড় ছাপিয়ে গেল মহারাষ্ট্রের মুথা নদী। নদীর জল ঢুকলো নদীর ধারের একটি আবাসনের বেসমেন্টে। জানা গেছে, রবিবার সকালে মুথা নদীর জল চলে আসে একতা নগর এলাকার একটি আবাসনের বেসমেন্টে। সেখানে জল জমতে দেখে খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনীর কর্মী ও জওয়ানরা। তাঁরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। বেসমেন্ট থেকে শুরু হয় জল বের করার কাজ।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল, ক্ষতিগ্রস্ত

গোরেশ্বরে বুনো হাতির তাণ্ডব, ব্যাপক ভাঙচুর বেশ কয়েকটি পরিবারের বসতগৃহে

বাকসা (অসম), ৪ আগস্ট (হি.স.) : বাকসা জেলার অন্তর্গত গোরেশ্বরে বুনো হাতির তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি পরিবারের বসতগৃহ। ঘটনা শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত গোরেশ্বর থানাধীন ঢেকিপোতা গ্রামে সংঘটিত হয়েছে।ভুক্তভোগীদের উদ্ধৃতি দিয়ে জেলা বন দফতরের জনৈক আধিকারিক জানান, খাদ্যের সন্ধানে বনাঞ্চল থেকে জনপদে একটি হাতির দল নেমে এসেছে। হাতির এই দল ঢেকিপোতা সহ সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে গত কয়েকদিন ধরে দিবারাত্র উপদ্রব চালিয়েছে।গতরাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত হাতির দলটি কৃষকদের খেত, উৎপাদিত ফসল সহ বেশ কয়েকটি পরিবারের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। বন আধিকারিক বলেন, প্রায় তিনদিন ধরে বুনো হাতির দলকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে তাঁরা অক্লান্ত চেষ্টা করছেন। এদিক থেকে তাড়ালে ওদিকে গিয়ে আত্তগোপন করে হাতির দল। তিনি বলেন, হাতির আতঙ্কে ঢেকিপোতা সহ সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষজন বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন।

হুগলী: নিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে জলে ভাসলো চাষাবাদ ও ঘরবাড়ি

হুগলী, ৪ আগস্ট (হি.স.): হুগলীর পোলবা দাদপুর ব্লকের ধান জমি ও ঘরবাড়ি প্রবল বৃষ্টির পর জলাবদ্ধতার কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কয়েক দিনের প্রবল বৃষ্টিপাতের পর ডিভিসি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) থেকে ছাড়া জল ছোট ছোট খালগুলির মাধ্যমে বয়ে চলেছে। পোলবা দাদপুর ব্লকের ওপর দিয়েও ডিভিসির খাল প্রবাহিত হয়েছে, যার ওপর কয়েকটি ব্রিজ অবস্থিত। এই ব্রিজগুলোর নিচে কচুরিপানা জমে যাওয়ায় নিকাশির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খালের জল আশপাশের জমিগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। চড়ুই ডাঙ্গা গ্রামের প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি আদিবাসী পরিবারের বসবাসকারী এলাকা এবং আশেপাশের ধান জমি জলের তলায় চলে গেছে। গ্রামের ভেতরের বেশ কিছু বাড়িতে জল ঢুকে গেছে।

গতকাল থেকে বৃষ্টি কম হওয়ায় কিছুটা জল নামতে শুরু করেছে। এই এলাকার জমিতে স্বর্ণ মাশুরী ধানের চাষ হয়েছে, কিন্তু জল না নামায় চাষীরা বিপাকে পড়েছেন। জল নামতে আরও ৭-৮ দিন সময় লাগবে, কিন্তু এতদিনে ধানের গাছ নষ্ট হয়ে যাবে বলে তারা আশঙ্কা করছেন। তাদের মতে, যে টাকা খরচ হয়েছে তা ফেরত পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তারা সরকারি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছেন। পোলবা দাদপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে রবিবার সকাল থেকেই ডিভিসির ব্রিজের নিচে জমে থাকা কচুরিপানাগুলো পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসনের এই পদক্ষেপ কিছুটা হলেও চাষীদের মধ্যে আশা জাগিয়েছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের রিজার্ভেশন কাউন্টারে কিউআর কোডে কেনা যাবে টিকিট

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): যাত্রীদের সুবিধার্থে এবং ক্যাশলেস লেনদেন প্রচারের লক্ষ্যে শিয়ালদহ ডিভিশন তাদের সমস্ত রিজার্ভেশন কাউন্টারে কিউআর কোড ডিভাইসের মাধ্যমে অনলাইন ইউপিআই পেমেন্ট সুবিধা চালু করেছে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের ৯০টি প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম কাউন্টারে যাত্রীরা এখন ডায়নামিক্যালি জেনারেটেড কিউআর কোড ব্যবহার করে নিরাপদ ও ত্বরিত পেমেন্ট করতে পারবেন। এই নতুন সুবিধা ক্যাশলেস বুকিং অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ ও নিরাপদ করবে। আসন্ন সপ্তাহে এই কিউআর কোড পেমেন্ট সুবিধা সমস্ত অনারক্ষিত বা আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম কাউন্টারে প্রসারিত করা হবে। এই উদ্যোগটি যাত্রীদের টিকিট কেনার প্রক্রিয়া আরও সুবিধাজনক করতে সাহায্য করবে বলে জানানো হয়েছে রেলের তরফে।

এএপি-র অভ্যেস হল নিজেরা কিছু করবে না, শুধু আধিকারিকদের দোষারোপ করবে : বাশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): আম আদমি পার্টি (এএপি)-র তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ বাশুরি স্বরাজ। রবিবার বাশুরি স্বরাজ বলেছেন, আম আদমি পার্টির অভ্যেস হল নিজেরা কিছু করবে না, শুধু আধিকারিকদের দোষারোপ করবে। এদিন সকালে দিল্লির নারাইনাতে দিল্লি বিজেপির বৃক্ষরোপণ ও স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নেন বাশুরি। নিজ হাতে ঝাড়ু নিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেন।

পরে তিনি বলেছেন, 'এটি এএপি-এর পুরানো অভ্যাস, তাঁরা কোনও কাজ করবে না এবং যখন কিছু সংকট দেখা দেয়, তারা অফিসারদের দোষ দেয়। ম্যানহোল খোলার এই সংকট এসেছে, কারণ তারা সময়মতো ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করেনি...এএপি সরকার গত ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছে এবং প্রতি বর্ষায় দিল্লি ডুবে যায়। এখন খুব তাড়াহুড়ো করে, তারা ড্রেন পরিষ্কার করার জন্য ম্যানহোল খুলছে কিন্তু তারা এতটাই অসতর্ক যে তারা এটি বন্ধ করতে ভুলে গেছে... ডিফেন্স কলোনিতে ৭ বছর বয়সী এক শিশু স্কুলে যাওয়ার সময় ড্রেনে পড়ে যায়, ভাগ্যক্রমে তার বাবা তাকে ধরে ফেলে।'

জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি সড়ক যোগাযোগ বন্ধ

জলপাইগুড়ি, ৪ আগস্ট (হি.স.): উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় গত কয়েক দিনের লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে জলপাইগুড়ি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত শহর হলদিবাড়ির সড়ক যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া অঞ্চলের পান্ডা পাড়া কালীবাড়ী মধ্যে সড়ক যোগাযোগ বিঘ্নিত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ দাস জানান, 'এত পুরোনো গাছটি পড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। ড্রেন নির্মাণের কারণে গাছটির শেকড় আলগা হয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। এত বড় গাছ পড়ে থাকায় জলপাইগুড়ি ও হলদিবাড়ির মধ্যে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।'এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিষেবা পুনরায় চালু করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে, পুরো সড়ক পুনঃস্থাপন করতে কিছু সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

যোগ্য সম্মান পাচ্ছেন মনু, সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পতাকাবাহক হবেন তিনি

প্যারিস, ৪ আগস্ট (হি.স.): প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের হয়ে শুটিংয়ে জোড়া ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন মনু ভাকের। এরমধ্যে মিক্সড ইভেন্টে সরবজ্যোৎ সিংকে নিয়ে পান ব্রোঞ্জ। একই অলিম্পিক্সে জোড়া পদক জিতে ইতিহাস গড়েছেন মনু ভাকের।
নিজের ইভেন্ট শেষ হয়েছে শনিবার।তবে তিনি এখনই ভারতে ফিরছেন না। কারণ তাঁকে সম্মান জানাতে তাঁর ওপর দেওয়া হচ্ছে বড় দায়িত্ব। তিনি অলিম্পিক্সের ক্লোজিং সেরিমনিতে জাতীয় দলের পতাকা বহন করবেন।উল্লেখ্য, মহিলাদের মধ্যে অলিম্পিক্সে ভারতের সবচেয়ে বড় সাফল্য এনে দিয়েছেন মনু ভাকেরই। তাই তাঁকে সম্মান জানাতে ক্লোজিং সেরিমনিতে দেশের পতাকা বহনের গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতেই তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরুষদের শরথ কমল ভারতের পতাকা বহন করেছিলেন। কিন্তু তিনিও অলিম্পিক্সের শুরুতেই বিদায় নিয়েছেন। ফলে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তিনি থাকছেন না। তাই ক্লোজিং সেরিমনিতে ভারতের গর্ব মনুর হাতেই জাতীয় পতাকা বহনের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে মনুর সঙ্গী কে হবেন তা এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

বক্সিংয়ে বিদায় লভলিনার

প্যারিস, ৪ আগস্ট (হি.স.): বক্সিংয়ের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেন টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক জয়ী লভলিনা বরগোঁহাই। তাঁর ওপর এবারও অনেক আশা ছিল। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনি প্রতিপক্ষ চীনের বিরুদ্ধে হেরে গেলেন। সেমিফাইনালে উঠতে পারলেই পদক নিশ্চিত ছিল লভলিনার। কিন্তু সেই আশা তিনি পূরণ করতে পারলেন না। চীনের লি কিয়ানের কাছে লভলিনা হেরে গেছেন ৪-১ ব্যবধানে।

অশান্ত বাংলাদেশে বুধবার পর্যন্ত সাধারণ ছুটি, মৃত্যু বেড়ে ৩০

ঢাকা, ৪ আগস্ট (হি.স.): বিদ্যমান হিংসাত্মক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে শেখ হাসিনা সরকার। রবিবার বিকেলে জন প্রশাসন মন্ত্রকের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী এই তথ্য জানান।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা 'অসহযোগ আন্দোলন' ঘিরে সারা দেশে সংঘর্ষ-হিংসায় বিকেল পর্যন্ত ৩০ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গিয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।এমন পরিস্থিতিতে রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সারা দেশে কারফিউ বলবৎ করেছে সরকার।

আজকের দিনেই ১৯৮৪-র লস এঞ্জেলস অলিম্পিকে ৯টি পদকের শুরু কার্ল লুইস করেছিলেন

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): ইতিহাসের প্রথমবারের মতো ১০ সেকেন্ডের কম সময় নিয়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জিতেছিলেন কিংবদন্তি কার্ল লুইস ১৯৮৪ লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের এই দিনে। এই অলিম্পিক থেকেই তাঁর উত্থান। সেদিন লস এঞ্জেলসে স্বদেশী ফ্যান গ্রেডিকে ০.২ সেকেন্ড পেছনে ফেলে ৯.৯৯ সেকেন্ড সময় করে স্বর্ণপদক জেতেন তিনি। ৯টি অলিম্পিক পদকের শুরুটা এখান থেকেই সেদিন হয়েছিল।
উল্লেখ্য ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, লং জাম্প ও চার গুনিতক ১০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতেছেন তিনি। ২০০ মিটারে অল্পের জন্য সোনার পদক হাতছাড়া হয় তাঁর। রুপো জেতেন কার্ল লুইস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দেশের একাধিক রাজ্যে রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): দেশের একাধিক রাজ্যে রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। জানা গেছে, দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থান এবং তার আশেপাশের এলাকায় একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হয়েছে। এর প্রভাবে পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং পূর্ব রাজস্থানে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি।
এছাড়াও, মধ্য মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন এলাকায় এদিন অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাবের পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বেশ কিছুদিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাশাপাশি, উপকূলীয় কর্ণাটক অঞ্চলে রবিবার ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। কেরল এবং তামিলনাড়ুতেও সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

জলাধার থেকে ছাড়া হচ্ছে জল, হাওড়া ও হুগলিতে প্লাবনের আশঙ্কা

দুর্গাপুর, ৪ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণবঙ্গ ও ঝাড়খন্ডে প্রবল বৃষ্টির কারণে দামোদর নদে জলের স্তর উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জলস্তর কমানোর জন্য ডিভিসি (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন) ঝাড়খন্ডের পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে প্রচুর পরিমাণে জল ছাড়ছে। পাঞ্চেত জলাধার থেকে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ১৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে, এবং মাইথন জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে ৬ হাজার কিউসেক জল। এই জলের চাপ কমানোর জন্য দুর্গাপুর ব্যারাজ থেকেও সেচ দপ্তর দফায় দফায় জল ছাড়ছে, রবিবার সকাল থেকে ৯৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে।
এর ফলে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা অঞ্চলে প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ডিভিসি রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছেড়েছে, যা দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে এবং জনজীবনে চরম প্রভাব ফেলতে পারে। তবে রাজ্য সরকার পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।
ডিভিসির এই জলছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হিমাচলে মেঘভাঙা বৃষ্টি, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯, এখনও নিখোঁজ ৪৫

শিমলা, ৪ আগস্ট (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হিমাচল প্রদেশ। গিয়েছে একাধিক প্রাণ। নিখোঁজ বহু। রবিবার জানা গেছে, আরও একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো ৯, নিখোঁজ ৪৫ জন। তাঁদের খোঁজে চলছে অভিযান। পাশাপাশি একসঙ্গে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ভারতীয় জওয়ান ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা।
জানা গেছে, কুল্লুর তিনটি গ্রাম, মান্ডির দুটি এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে শিমলাতেও। ফলে এই গ্রামগুলিতেই বেশি করে অভিযান চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই হিমাচল প্রদেশে হয় মেঘ ভাঙা বৃষ্টি। তার জেরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এখানকার কয়েকটি গ্রামে। তার পর থেকে এখনও জারি আছে উদ্ধারকাজ।

দিল্লিতে বর্জ্যের স্তূপে আগুন, চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে অগ্নিকাণ্ড। বর্জ্যের স্তূপে আগুন লেগে চাঞ্চল্য ছড়ালো সেখানে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির কারালা এলাকায়।
জানা গেছে, শনিবার রাতে আচমকাই আগুন লাগে কারালার বর্জ্যের স্তূপে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দমকল বাহিনী দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। কীভাবে আগুন লাগলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমবার স্বাধীন ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক লালা অমরনাথের মৃত্যুবার্ষিকী

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.):লালা অমরনাথ ব্রিটিশ ভারতের পঞ্জাবের কাপুরথালা এলাকায় জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার ও স্বাধীন ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম দলকে নেতৃত্ব দেন। তাঁর বর্ণময় খেলোয়াড় জীবনে অনেক কিছুই করে গেছেন। যা আজও অজানা আমাদের কাছে। সোমবার তাঁর মৃত্যুদিন। এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার সম্পর্কে কিছু তথ্য:
**লালা অমরনাথ হলেন প্রথম ক্রিকেটার যিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে অভিষেকে টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলেন।
**১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক হন। এই কিংবদন্তি ক্রিকেটার ১৫টি ম্যাচে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছিলেন।
**লালা অমরনাথ ১৯৩৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দেশের প্রথম টেস্টে ভারতীয় দলের হয়ে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছিলেন। তিনি ১১৮ রান করেছিলেন।
**তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি অভিষেকে টেস্ট সেঞ্চুরি করেন। এরপর তিনি আর কখনওই সেঞ্চুরি করতে পারেননি। তিনি ২৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং একটি সেঞ্চুরি ও চারটি অর্ধশতক সহ অবসর নিয়েছেন।
**তাঁর নেতৃত্বেই ভারত ১৯৫২ সালে দিল্লিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট সিরিজ জিতেছিল। এটি ছিল তাঁর শেষ ম্যাচ এবং ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল ভারত।
**ভারত সরকার ১৯৯১ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মানিত করে।
**অমরনাথ একমাত্র বোলার হিসেবে ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানকে হিট উইকেটে আউট করার গৌরব অর্জন করেছেন। ব্র্যাডম্যান তাঁর কেরিয়ারে ৭০ বার আউট হয়েছেন, তিনি তাঁর স্টাম্পে আঘাত করেছেন মাত্র একবার।
**এমন একটি সময়ে যখন তিনি ভারতের সেরা অলরাউন্ডার হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন, তাকে 'অবৈধতা এবং অশালীন এবং অনুচিত আচরণের' অভিযোগে টেস্ট দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।পরে দল থেকে তাঁর অনুপস্থিতি গোলমালের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরফলে নির্বাচকরা তাঁকে দলে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের জন্য তাঁকে অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করে নির্বাচকরা।

যাত্রীবাহী অটোতে মারুতির ধাক্কায় দুই স্কুল পড়ুয়া সহ আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৪ আগস্ট ।। যাত্রীবাহী অটোতে মারুতি গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন দুই স্কুল পড়ুয়া সহ চারজন। ঘটনা রবিবার বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওয়ানবাজার ডন বসকো স্কুল সংলগ্ন এলাকায়।
অটোর যাত্রী ৫৬ বছর বয়সী তনু মিয়া জানিয়েছেন, তিনি পরিবার নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজার শেষে একটি অটোতে চড়ে তারাপদ এলাকায় নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন। ওই সময় দ্রুত গতিতে একটি মারুতি গাড়ও অটোতে ধাক্কা মারে। তাতে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয় টিআর০৭৪২৩০ নম্বরের অটোটির। মারুতি গাড়ির ধাক্কায় অটোটি উল্টে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন তনু মিয়া (৫৬) ও তাঁর স্ত্রী ক্ষুদেজা খাতুন(৫০) এবং তার দুই নাতনি স্কুল পড়ুয়া রচনা আক্তার (১২) ও সুমাইয়া আক্তার (১৫)।
স্থানীয় মানুষ দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এগিয়ে যান এবং আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করান। বর্তমানে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে তাদের চিকিৎসা চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে দুই স্কুল পড়ুয়া সহ তনু মিয়ার পরিবার।

ভারত-বাংলা সীমান্ত দিয়ে পাচারকালে উদ্ধার ১৫টি গবাদি পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ৪ আগস্ট ।। ত্রিপুরায় ইন্দো-বাংলা সীমান্ত দিয়ে পাচার অব্যাহত রয়েছে। তবে, বিএসএফের কড়া নজরদারি পাচার ঠেকাতেও সাফল্য মিলছে।
৪ আগস্ট মধ্যরাতে ফের সীমান্ত এলাকায় পাচার বাণিজ্য রুখতে সমর্থ হয়েছে বিএসএফ। সীমান্ত এলাকা দিয়ে পাচারের সময় ১৫ টি গবাদি পশুকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।
বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, খোয়াই জেলায় বগাবিল বিওপি এলাকায় গবাদি পশু পাচারের জন্য পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন বিএসএফ-র জওয়ানরা। জওয়ানদের দেখেই তাঁদের উপর আক্রমণ চালায় পাচারকারীরা। প্রতিরোধে ২ রাউন্ড গুলি ছুড়ে বিএসএফ। যদিও কোনো পাচারকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তারা গবাদি পশু ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

জল বাড়ছে গঙ্গার, জারি সতর্কতা

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): গঙ্গার জল বাড়ছে। এর মাঝেই আশঙ্কা রয়েছে নতুন করে প্লাবনের। নিম্ন দামোদর এলাকায় সঙ্কট তীব্র। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক। সোমবার ও মঙ্গলবার ভরা কোটাল। ফলে সরকারের চিন্তা বেড়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম, মঙ্গলকোট আউশগ্রাম ও জামালপুর ব্লকে কৃষি জমি জলমগ্ন। চাষের ক্ষতি হয়েছে অনেক। জানা গেছে, কাটোয়া, দাঁইহাট, কালনা মহকুমা এলাকায় একাধিক বাড়ি ভেঙেছে। ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। উদ্ধার করা হয়েছে দুর্গতদের। ত্রিপল বিতরণ করে প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে জেলা প্রশাসন। কালনা ও কাটোয়ার মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল ও অর্চনা ওয়াংখেড় পরিদর্শনে যাচ্ছেন অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে। এই দুই মহকুমার পাশাপাশি রায়না, মেমারি, আউশগ্রাম ও জামালপুরে ন প্রবল বৃষ্টি ও তৎপরবর্তী সময়ে জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলেই বিপদ আরও বেড়েছে। এদিকে, রাজ্য সরকারের তরফে বন্যা পরিস্থিতির জন্য যে অভিযোগ উঠেছে, তা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। দামোদর ভ্যালি রিভার রেগুলেটরি কমিটির বক্তব্য, রাজ্য সরকার ও ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক মত বিনিময়ের পর আলোচনা সাপেক্ষেই জল ছাড়া হয়েছে জলাধার থেকে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার দাঁইহাট ও নদীয়া জেলার মাটিয়ারির মধ্যে গঙ্গার দুইদিকে ফেরিঘাট বন্ধ। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ১২টি ব্লক কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বহু গ্রামে জল ঢুকেছে। তিন হাজার ত্রিপল বিতরণ করা হয়েছে। নাদন ঘাটে নসরতপুর জেটি ঘাটেও সমস্যা রয়েছে। ৫১০০ হেক্টর জমি এ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফের জল ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। এতে ফের নতুন করে প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

বিপর্যস্ত ওয়ানাডে রবিবারও অব্যাহত উদ্ধারকাজ

ওয়ানাড, ৪ আগস্ট (হি.স.): বিপর্যস্ত ওয়ানাডে আর বাড়েনি মৃতের সংখ্যা। তবে বিপর্যয়ের পর ষষ্ঠ দিনেও রবিবার সেখানে উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। ভূমিধসে মৃত্যুর সংখ্যা এখনও পর্যন্ত ৩০৮। এদিনও ওয়ানাডের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে তল্লাশি অভিযান চলছে। এখনও বহু মানুষের কোনও খোঁজ নেই। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ভূমিধসে বিধ্বস্ত কেরলের ওয়ানাডে দিনকয়েক আগে ভয়ঙ্কর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। যার জেরে কার্যত লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে ওয়ানাড। গত কদিন ধরেই তল্লাশি অভিযানে একের পর এক দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ছে মৃতের সংখ্যা। এখনও নিখোঁজ বহু। খোলা হয়েছে কন্টোল রুম। কেরলের এই বিপর্যয়ে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও।

যাত্রী সুবিধার্থে প্রয়াস রেলের, সোমবার তারকেশ্বর ও শেওড়াফুলির মধ্যে চলবে বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৪ আগস্ট (হি.স.): শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বর-শেওড়াফুলির মধ্যে স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল। শ্রাবণ মাসে মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী তারকেশ্বর যান। শিবঠাকুরের এই জলাভিষেকের সবচেয়ে আদর্শ দিন সোমবার। ভক্তদের কাছে দিনটি 'বাবার বার'। সেই সূত্রে মূলত এই মাসের সোমবার ট্রেনগুলিতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। বিষয়টি মাথায় রেখে রেল কর্তৃপক্ষ এই স্পেশাল ট্রেন তিনটি সোমবার চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫, ১২ ও ১৯ আগস্ট, সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে বিশেষ এই তারকেশ্বর-শেওড়াফুলি লোকাল চলবে। এই দিনগুলিতে স্পেশাল ট্রেনটি সকাল ১০টা ৩ মিনিটে তারকেশ্বর থেকে ছাড়বে। যাত্রী নিয়ে সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে শেওড়াফুলি পৌঁছবে। ফিরতি রুটে ট্রেনটি শেওড়াফুলি থেকে সকাল ১০টা ৫৮ মিনিটে যাত্রা করবে। তীর্থযাত্রীদের নিয়ে সকাল ১১টা ৪৮ মিনিটে তারকেশ্বর পৌঁছবে সেটি।

মদ বিরোধী অভিযানে ২০০

● আটের পাতার পর

অভিযানও চালানো হচ্ছে। শ্রীনগর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর যৌথ অভিযান চালিয়ে মরানগর বাইপাস রোড এলাকা থেকে ২০০ লিটার দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। আটক ব্যক্তির নাম সাগর চক্রবর্তী। সে আগরতলা শহর এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে দেশি মদ সরবরাহ করতে বলে জানা গেছে।
সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী তাকে মদসহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শ্রীনগর থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে শ্রীনগর থানার পুলিশ অফিসার দিলীপ দেববর্মা জানিয়েছেন।

শক্তিনগরে হাসপাতালে মৃত্যু শিশুর, পরিজনদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

কৃষ্ণনগর, ৪ আগস্ট (হি.স.): কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ। বছর চারেকের শিশুর মৃত্যুর পর হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান পরিজনরা। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়, পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃত শিশুর নাম লাবনী ঘোষ (৪)। কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত পানিনালা গ্রামের বাসিন্দা ছিল সে। শনিবার রাতে এক দুর্ঘটনায় শিশু ও তার মা জখম হন।দ্রুত তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। সেখানেই রাতে শিশুটির মৃত্যু হয়। অভিযোগ, শিশুটির আঘাত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও কোনও চিকিৎসক তাকে দেখতে আসেননি। হাসপাতালেই তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল।শিশুটির মৃত্যু হলে আত্মীয়েরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাতেই ভাঙচুর চালানো হয় হাসপাতালে। একাধিক আসবাবপত্র এবং ওষুধপত্র নষ্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় পুলিশ। তাদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

জ্বলছে বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইউটিউব কোনো কিছুই ব্যবহার করা যাচ্ছে না। রবিবার একটি মোবাইল ফোন অপারেটরের শীর্ষ কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বলেন, 'ফোরজি সেবা বন্ধের নির্দেশনা আমাদের কাছে এসেছে।

ছড়াচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত বহু

● প্রথম পাতার পর

ম্যালেরিয়ার জন্য পজিটিভ নেই এমন জ্বরে আক্রান্ত রোগীদের পিএইচসিতে স্থানান্তর করা হয়েছে ২ জন, সর্বমোট ২২ জন রোগীদের চিকিৎসা করা হয়েছে।

৪৮ ঘন্টার অনশন ধর্মঘটের ডাক দিল আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা

● প্রথম পাতার পর

আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা।অবিলম্বে রাজ্য সরকার তাদের দাবি মেনে না নিলে আরো বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছে তারা।

নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় মুখর প্রদেশ কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।রবিবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আমলে দেশের ও রাজ্যের জনগণ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। নিত্য পণ্যের দাম প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের আয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন উদ্যোগ নেই। বেকার সমস্যা দিন দিন চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করছে।
ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদল বিরোধী দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে ৭০ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের জয় হাসিল করে নিয়েছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত আসনে নির্বাচন হচ্ছে সেগুলিতে কংগ্রেসসহ বিরোধী দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য তিনি গণদেবতাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

গণ্ডাতুইসায় ক্ষতিগ্রস্তদের

● প্রথম পাতার পর

তাদের আরো ২০ হাজার টাকা সহ মোট ৪০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এভাবে আরো ৩টি পরিবারকে আগে ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন আরো ১৫ হাজার টাকা সহ মোট ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত আরো ৩টি পরিবারকে এরআগে ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। তাদের আরো ১০ হাজার টাকা সহ মোট ২০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। আরো ২টি পরিবারকে ৫ হাজার টাকা করে পরিবার পিছু মোট ১০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মোট ১৪৫টি পরিবারকে ১ কোটি ১৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আরো ২ কোটি ৩০ লাখ ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে মোট ৩ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে।
তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো জানান, গন্ডাতুইসার নারায়ণপুর মার্কেটের (৩০টি মার্কেট স্টল) উন্নয়নে ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। দশরাম চৌধুরী সুপার মার্কেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গন্ডাতুইসা বাজার এলাকায় পেভার ব্লক ইন্টারনাল রোড, স্ট্রিট লাইট, পয়:প্রণালী ব্যবস্থা সহ ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নয়নে মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। গন্ডাতুইসা — আমবাসা সড়কের উন্নয়নে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। গন্ডাতুইসা মহকুমা হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ১৯ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। হাতিমাথা — দলপতি সড়ক (৯ কিমি) উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২ কোটি টাকা। রঞ্জিতপাড়া থেকে বুধুজয় পাড়া (৫ কিমি) সড়ক উন্নয়নে ৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। জমাতিয়া পাড়া সড়কের (৩ কিমি) উন্নয়নে ৭.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। গন্ডাতুইসা দ্বাদশ স্কুলে সিন্থেটিক টার্ফ গ্রাউন্ড তৈরি করতে ৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ডম্বুর জলাশয়ে মৎস্য ক্ষেত্রে বিকাশে ৫ কোটি টাকা এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ড্রাগস রিহ্যাব সেন্টার গড়ে তুলতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গন্ডাতুইসায় স্কুলের পরিকাঠামো (স্মার্ট ক্লাস, ফার্নিচার ইত্যাদি) উন্নয়নে ৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আম উৎপাদনকারীদের জন্য ১৫ মেট্রিক টন বিশিষ্ট সোলার পাওয়ার মাইক্রো কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণের জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। মাছ সংরক্ষনের জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কোল্ড স্টোরেজ ও কোল্ড চেম্বার নির্মাণ করা হবে। ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্ট নির্মানে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া গন্ডাতুইসা বাজার এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। গন্ডাতুইসার উন্নয়নে মোট ২৩৯ কোটি ১০ লাখ টাকা আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে। পুনর্বাসন সহায়তা হিসেবে মোট ৩ কোটি ৪৫ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এই দুই খাতে ব্যয় হবে মোট ২৪২ কোটি ৫৫ লাখ ২০ হাজার টাকা।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন রাজ্য বা দেশ শান্তি ছাড়া এগিয়ে যেতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করছেন। কোন অবস্থায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি, অশান্তি সৃষ্টিকারী ব্যক্তিদের রেহাই দেওয়া হবে না। আইন আইনের পথে চলবে। সবাইকে মিলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।
মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শন কালে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, গোয়েন্দা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকর, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিস দাস, ধলাই জেলার জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ এ, পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

8th-6th page -2024 darpan print.pmd 1 05-08-2024, 01:36

স্ট্যালিনের জোড়া গোল সত্ত্বেও পুলিশকে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক কল্যাণ সমিতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কল্যাণ সমিতির খেলার ধরণটা রবিবার একটু অন্যরকম ঠেকেছে। প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যে তিন গোল। এরপর পুরোপুরি রক্ষণাত্মক স্টাইল। ভাগ্যিস প্রথমার্ধের ভুলগুলো শুধরে প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফুটবলাররা দ্বিতীয়ার্ধে যেভাবে জ্বলে উঠেছিল, আর একটু গুছিয়ে খেললে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হতো। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বি ডিভিশন লিগ ফুটবলের কুড়িতম ম্যাচ। ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব বনাম কল্যাণ সমিতির মধ্যে। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে কল্যাণ সমিতি জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। হারিয়েছে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে। খেলা শুরুতে তিন মিনিটের মাথায় বয়ার জমাতিয়ার গোল দিয়ে সূচনা। ৫ মিনিট বাদে সোয়াম হুইপার হালাম এবং তারও দু মিনিট বাদে জন জমাতিয়ার গোলে কল্যাণ সমিতি ৩-০তে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে নিজেদেরকে কিছুটা রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় অভিযোজিত করে নিলেও মাঝেমধ্যে আক্রমণ রচনা করতে ভুল করেনি। তবে নিজেদের চতুর্থ গোলের সন্ধান পায়নি। প্রথমার্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও কাজে আসেনি বলে, দ্বিতীয়ার্ধে পুলিশের আক্রমণ ভাগে গুরুত্ব বাড়িয়ে অলআউট খেলার প্রয়াস নেয়। ৫৫ মিনিটে এবং ৮৮ মিনিটে স্ট্যালিন রিয়াং পরপর দুটো গোল করলে ব্যবধান কমে ২-৩ হয় এবং পুলিশ দলের খেলার গতি বেড়ে যায়। তৃতীয় গোলের সন্ধানে সব রকমের প্রয়াস জারি রাখলেও কার্যত সাফল্য পায়নি। এদিকে, খেলার দুই অর্ধে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজিত পুলিশ দলের অনিকেত ও বাদলকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, অরিন্দম মজুমদার, বিশ্বজিৎ দাস ও বিপ্লব সিং।

পয়েন্ট তালিকা : বি ডিভিশন লীগ ফুটবল

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
স্কাইলার্ক	৫	৪	০	১	১৩-৫	১৩
কল্যাণ সমিতি	৫	৪	১	০	২৬-৯	১২
স্পোর্টস স্কুল	৫	৩	২	০	১৩-৯	০৯
মৌচাক	৫	২	০	৩	৮-৫	০৯
পুলিশ আর সি	৫	২	২	১	৯-৮	০৭
বীরেন্দ্র ক্লাব	৫	১	৩	১	১০-১৭	০৪
আরসিসি	৫	০	৩	২	২-১৪	০২
নবোদয় সংঘ	৫	০	৫	০	৭-২১	০০

বি ডিভিশন লীগ ফুটবলে বীরেন্দ্র-র জয় রুখে দিল এনএসআরসিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বীরেন্দ্র ক্লাব লিড নিয়েছিল। এক গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারেনি। ১১ মিনিট বাদেই প্রতিপক্ষ এনএসআরসিসি-র স্ট্রাইকার গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। কার্যত প্রথমার্ধের প্রায় ৪০ মিনিটের মতো দ্বিতীয়ার্ধেরও একই সময়ে দু দলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণে খেলায় জমজমাট লড়াই চোখে পড়লেও জয় সূচক গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম এনএসআরসিসি-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এক-এক গোলে ড্র তে অমীমাংসিত অবস্থায় নিষ্পত্তি হয়েছে। দু দল পয়েন্টও ভাগ করে নিয়েছে এক-এক করে। খেলা টিএফএ আয়োজিত বি-ডিভিশন ঘরোয়া ক্লাব লীগ ফুটবলের ১৯তম ম্যাচ। বেলা দুইটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলার শুরু থেকেই দুদলের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখে মনে হয়েছিল, বেশ কদিন পর লীগের ম্যাচ হয়তো ড্র-তে শেষ হবে।

কার্যত তাই হলো খেলার ৪২ মিনিটের মাথায় বীরেন্দ্র ক্লাবের চিকনমনি জমাতিয়ার গোল, ৫৩ মিনিটের মাথায় এনএসআরসিসি-র সজল দাস তা শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে।

এদিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বীরেন্দ্র ক্লাবের থাঙসাল জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিপ্লব সিং, অরিন্দম মজুমদার, লিটন সাহা ও আদিত্য দেববর্মা।

জুনিয়র বালকদের ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ : বি গ্রুপ

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
জম্মু-কাশ্মীর	৩	২	০	১	৯-৩	০৭
উত্তরাখন্ড	৩	২	১	০	৩-৩	০৬
গুজরাট	৪	২	২	০	৯-১১	০৬
মধ্যপ্রদেশ	৩	০	১	২	৪-৫	০২
ত্রিপুরা	৩	০	২	১	৫-৮	০১

প্যারিস অলিম্পিক: আমেরিকার কাছে হেরে জাপানের মহিলা ফুটবল দলের বিদায়

প্যারিস, ৪ আগস্ট (হি. স): আমেরিকার কাছে হেরে এশিয়ার মহিলা ফুটবল দল জাপান অলিম্পিক থেকে বিদায় নিল। আগেই জাপানের পুরুষদের ফুটবল দল বিদায় নিয়েছে অলিম্পিক থেকে। সুতরাং দুই ইভেন্ট থেকেই জাপানের বিদায়ে প্যারিস অলিম্পিকে আর ফুটবলে এশিয়ার কোনও দল থাকলো না। শনিবার এই দুই দলের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা ছিল গোলশূন্য। এরপর অতিরিক্ত ৩০ মিনিটের খেলায় গোল করে সেমিফাইনালে পৌঁছে যায় অলিম্পিকের চারবারের সোনাজয়ী আমেরিকা। ১০৫ মিনিটে গোল করেন ত্রিনিতি রদমান। অলিম্পিকের মহিলা ফুটবলে আমেরিকা যেন জাপানের কাছে দুঃস্বপ্নের নাম। ২০০৮ সালের অলিম্পিকে আমেরিকার কাছে সেমিফাইনালে হেরেছিল জাপান। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠেও আমেরিকার মেয়েদের কাছে হারতে হয়েছিল জাপানকে। আর এবারও আমেরিকার কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হল জাপানকে।

বার্সেলোনার বিরুদ্ধে এল ক্লাসিকোতেও হারল রিয়াল মাদ্রিদ

বার্সেলোনা, ৪ আগস্ট (হি.স.): প্রাক মরসুমের আগের ম্যাচে বার্সেলোনা জিতেছিল ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। এল ক্লাসিকোতেও বার্সেলোনা জিতল রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে।

নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রবিবার ২-১ গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে হারালো বার্সেলোনা। ২টি গোলই করেন পাও ভিক্টর।রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের একমাত্র গোলটি করে ৮২ মিনিটে। প্রাক মরসুমের প্রথম ম্যাচে এসি মিলানের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছিল কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। ৭ আগস্ট তারা তৃতীয় ম্যাচ খেলবে চেলসির সঙ্গে। ১৫ আগস্ট তাদের রয়েছে উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল।

অনবদ্য শ্রীজেশ, ব্রিটেনকে হারিয়ে হকির সেমিফাইনালে ভারত

প্যারিস, ৪ আগস্ট (হি.স.):প্যারিস অলিম্পিকে গ্রেট ব্রিটেনকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। ফলে হকি থেকে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা আরো একটু বাড়ল। ভারতের এই জয়ের নায়ক কিন্তু গোলরক্ষক শ্রীজেশ।নির্ধারিত সময়ে স্কোরলাইন ছিল ১-১। পেনাল্টি কর্ণার থেকে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন হরমনপ্রীত সিং। ভারতের লিড বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনকে সমতায় ফেরান লি মর্টন। এরপর পেনাল্টি শুট আউট। এই পেনাল্টি শুট আউটে পরিত্রাতা হয়ে উঠেন গোলকিপার পিআর শ্রীজেশ। তাঁর দৃঢ়তাতেই ৪-২ ব্যবধানে জিতে সেমিতে উঠল টিম ইন্ডিয়া।ভারতের কৃতিত্ব ৪২ মিনিট ১০ জনে খেলে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন হরমনপ্রীতরা।সেমিফাইনালে ভারতকে খেলতে হবে জার্মানি এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে যে দল জয়ী হবে তার সঙ্গে। মঙ্গলবার হবে সেমি ফাইনাল ম্যাচ। এই ম্যাচ জিতলেই প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপো নিশ্চিত হবে গতবারের টোকিও অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ীদের।

প্যারিস অলিম্পিক্সে পুরুষদের হকির কোয়ার্টার ফাইনাল রবিবার থেকে শুরু, ভারতের প্রতিপক্ষ গ্রেট ব্রিটেন

প্যারিস, ৪ আগস্ট (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পুল বি''র ম্যাচে ৩-২ গোলে জিতে গ্রুপের রানার্স হয়ে শেষ আটে পৌঁছে গেছে ক্রেগ ফুলটনের ছেলেরা। রবিবার কোয়ার্টারে ভারতের প্রতিপক্ষ গ্রেট ব্রিটেন, যাদেরকে গতবারে কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছিল ভারত।

২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনাল-

৪ আগস্ট - *জার্মানির মুখোমুখি হবে আর্জেন্তিনা।*গ্রেট ব্রিটেনের মুখোমুখি হবে ভারত।*নেদারল্যান্ডসের সামনে অস্ট্রেলিয়া।*বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে খেলবে স্পেন।

৬ আগস্ট রয়েছে দুই সেমিফাইনাল এবং ৮ আগস্ট হবে ফাইনাল এবং ব্রোঞ্জ পদকজয়ের ম্যাচ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

রবিবার নয়াদিল্লিতে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট জগদ্বীপ ধানকরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

৬ জুয়ারি সহ জুয়ার সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। রবিবাসরীয় সকালে বটতলা বাজার এলাকায় পুলিশ ও টিএসআরের যৌথ অভিযানে নগদ টাকা, জুয়ার সামগ্রী সহ ৬ জন জুয়ারিকে আটক করা হয়েছে। পশ্চিম আগরতলা থানার এসআই সুনিত চাকমা ও এসআই শম্ভু লোধের নেতৃত্বে অভিযানে ওই সাফল্য মিলেছে। পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি পরিতোষ দাস জানিয়েছেন, বটতলা বাজার এলাকায় জুয়া খেলার গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নেমেছিল পুলিশ। তাতে, নগদ ১৮০০ টাকা, জুয়ার সামগ্রী সহ ৬ জন জুয়ারিকে জালে তোলা সম্ভব হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে। আগামীকাল তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার দুই বিহারী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। বিমানে চড়ে গাঁজা নিয়ে আগরতলা থেকে বিহারে পারি দেওয়ার চেষ্টায় ছিল দুই যুবক। অবশেষে সেই চেষ্টা ভেস্তে দিল এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এমবিবি বিমানবন্দরের সামনে থেকে সন্দেহজনকভাবে দুই বিহারী যুবককে আটক করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। তাদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে ২০ কেজি গাঁজা। আটক হওয়া দুই যুবকের নাম দীনেশ কুমার এবং মোহাম্মদ শাহজাহাদ। তাদের বাড়ি বিহারের পাটনায়। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ওই গাঁজা নিয়ে বিমান চড়ে বিহারের পাটনায় যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার হয়েছে দুই যুবক। তবে এই গাঁজা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বা কতদিন ধরে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে সে বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান ওসি।

মদ বিরোধী অভিযানে ২০০ লিটার দেশি মদ সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। শ্রীনগর থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০০ লিটার দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে। মদ বিরোধী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সংস্কার হিসাবে প্রমাণিত হবে নতুন আইন এবং তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ আগস্ট : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ চণ্ডীগড়ে নতুন তিন ফৌজদারি আইনের জন্য ই-সাক্ষী, ন্যায় সেতু, ন্যায় শ্রুতি এবং ই-সমন অ্যাপের সূচনা করেছেন। অনুষ্ঠানে পঞ্জাবের রাজ্যপাল এবং চণ্ডীগড়ের প্রশাসক গুলাবচাঁদ কাটারিয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

অমিত শাহ তাঁর ভাষণে বলেন, একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সংস্কারের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করেছেন আজ এখানে উপস্থিত সবাই। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আনা তিনটি নতুন আইন-ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ভারতীয় ন্যায় সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) এবং ভারতীয় সাক্ষ্যা অধিনিয়ম (বিএসএ)-এর মধ্যে শুধু ভারতীয়ত্বের এবং আমাদের ন্যায়বিচারের নীতির সৌরভ রয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যায়বিচার দেওয়া সংবিধানের দায়িত্ব এবং আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা সংবিধানের এই চেতনাকে বাস্তবে আনার মাধ্যম।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ১৫০ বছর আগে প্রণীত আইন আজ প্রাসঙ্গিক থাকতে পারে না। তিনি বলেন, ১৮৬০ সালের লক্ষ্য এবং আজকের ভারতের লক্ষ্য এবং সেই সময়ের শাসকদের স্বার্থ এবং আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। তিনি বলেন, বহু বছর ধরে মানুষ ন্যায়বিচার পাননি, পরিবর্তে বিচার ব্যবস্থাকে কেবল শুনানির নতুন তারিখ দেওয়ার জন্য দোষ দেওয়া হয়েছিল। শ্রী শাহ আরও বলেন, ধীরে ধীরে আমাদের ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা হ্রাস পাচ্ছিল। এই কারণেই মোদী সরকার আইপিসির পরিবর্তে বিএনএস, সিআরপিসির পরিবর্তে বিএনএসএস এবং সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তে বিএসএ বাস্তবায়নের কাজ করেছে।

অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাচীর থেকে পঞ্চ প্রাণের কথা বলেছেন, যার মধ্যে একটি হল দাসত্বের সমস্ত চিহ্ন দূর করা। তিনি বলেন, বিএনএস, বিএনএসএস এবং বিএসএ হল ভারতীয় সংসদে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং ভারতের জনগণের জন্য প্রণীত আইন। শ্রী শাহ বলেন, নতুন আইনগুলিতে শাস্তির চেয়ে ন্যায়বিচার দেওয়ার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হল জনগণকে ন্যায়বিচার দেওয়া, তাই এগুলি দণ্ডবিধি নয় বরং ন্যায় সংহিতা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এই আইনগুলির সম্পূর্ণ রূপায়ণের পর সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক এবং প্রযুক্তি-সক্ষম ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা হবে ভারতে। তিনি বলেন, এর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বিকাশের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন, এই আইনগুলি কার্যকর হওয়ার আগেই ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং আজ দেশের আটটি রাজ্যে ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন মতো পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, আরও আটটি রাজ্যে ফরেনসিক বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে, এদের মধ্য দিয়ে ৩৬ হাজার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য সুলভ হবে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এর সম্পূর্ণ রূপায়ণের জন্য আমাদের সমগ্র ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, আজ ই-সাক্ষী, ন্যায় সেতু, ন্যায় শ্রুতি এবং ই-সমন অ্যাপ চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, ই-সাক্ষ্যের আওতায় সমস্ত ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ই-সাক্ষ্য সার্ভারে সংরক্ষণ করা হবে, যা অবিলম্বে আদালতেও পাওয়া যাবে। ই-সমনের অধীনে, এটি আদালত থেকে বৈদ্যুতিনভাবে থানায় এবং যে ব্যক্তির কাছে সমন পাঠাতে হবে তার কাছেও পাঠানো হবে।

বিএসএফ জওয়ানের ঘরে দিবালোকে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৪ আগস্ট ।। ফাঁকা বাড়ি পেয়ে চোর লুঠ করে নিয়ে গেল নগদ টাকাসহ দামী স্বর্ণালংকার। উদয়পুর মহকুমায় ফুলকুমারী এলাকায় বিএসএফ জওয়ান নারায়ন দে-র বাড়িতে চোরের হানায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ সপরিবারে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন নারায়ণ দে। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরে এসে চক্ষু চরকগাছ তাঁদের। ঘরের দরজা খুলে দেখতে পান জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। ওদিকে, আলমিরা ফাঁকা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ঘরের পেছনের দিকে জানালা খোলা ছিল। প্রাথমিক অনুমান ওই জানালা দিয়ে চোরেরা ঘরে প্রবেশ করেছে।

নারায়ণ দের স্ত্রী জানিয়েছেন, ঘরে নগদ এক লক্ষ টাকা সহ প্রচুর দামী স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে রাধা কিশোরপুর থানায় জানানো হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পর্যবেক্ষন শেষে তদন্ত শুরু করেছে।

সরোজিনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঝড় প্রচারে মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঊনকোটি, ৪ আগস্ট ।। ঊনকোটি জেলা পরিসদের ছয় নং আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিমল কর এবং সরোজিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকয়টি আসনে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্যে চৌঠা আগস্ট রবিবার সকাল থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বাড়ি বাড়ি প্রসারে বের হন।

সরোজিনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযানে মন্ত্রী টিংকু রায় এবং ছয় নং ঊনকোটি জেলা পরিসদের প্রার্থী বিমল কর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চা চন্ডীপুর মন্ডলের সভাপতি বাবলু দেব, বিজেপি চন্ডীপুর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক ত্রিলোকেশ্বর সিনহা, বিজেপি নেতা সন্দীপ কুর্মী, স্থানীয় বিজেপি নেতা উজ্জ্বল কুর্মী সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্বরা।

উল্লেখ্য, ছয় নং ঊনকোটি জেলা পরিসদের বিজেপি দলের প্রার্থী বিমল করকে এইবার প্রথম বিজেপি দল জিলা পরিসদে প্রার্থী করেছে। বিমল কর বর্তমান বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অন্যতম সক্রিয় সদস্য। দীর্ঘদিনের বিজেপি দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে গোটা ঊনকোটি জেলায় পরিচিত মুখ বিমল কর। কৈলাসহরের বিজেপি দলের প্রবাদ প্রতিম প্রয়াত সন্তোষ দেবরায়ের অতি ঘনিষ্ঠ এবং ছায়া সংগী ও অতি বিশ্বস্ত ছিলেন বিমল কর।

রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের সাথে বিমল করের পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে খুব ভালো এবং মন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ বলেও সবার জানা রয়েছে। বহু ঘাত প্রতিঘাতের পরেও বিমল কর বিজেপি দলের ঝান্ডা হাত ছাড়া করেন নি। এমন মানুষকে বিজেপি দল ঊনকোটি জেলা পরিসদে প্রার্থী করায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষরা ও খুবই খুশী। বিমল কর এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, ছয় নং ঊনকোটি জেলা পরিসদের আসনের অধীনে শ্রীরামপুর, হালাইরপাড়, রাংরুং, সরোজিনী, ফুলতলী এবং জারুলতলী এই ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। দল প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকে এখন অব্দি ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবার সাথে এক প্রস্থ দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে বলেও জানান বিমল কর। চৌঠা আগস্ট রবিবার সকাল সাতটা থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত মন্ত্রী টিংকু সরোজিনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযান করেন। বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযান চলাকালীন মন্ত্রী টিংকু রায় সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান যে, সরোজিনী গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশই চা বাগান শ্রমিক। এই চা বাগান শ্রমিকদের জীবন যাত্রার উন্নয়ন এবং এলাকার সার্বিক কল্যাণের জন্য বিগত পঁচিশ বছর সি.পি.আই.এম দল কিছুই করেনি।

সরোজিনী গ্রামে ভালো রাস্তা ছিলো না। চা বাগান শ্রমিকদের থাকার মতো ভালো ঘর বাড়ি এবং শৌচালয় ছিলো না। রাজ্যে ২০১৮সালে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিগত পাঁচ বছর বিজেপি দল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত সরোজিনী গ্রামে যেসব উন্নয়ন করেছে সেটা ২৫বছরে সি.পি.আই.এম দল সরোজিনী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় করতে পারে নি। বাড়ি বাড়ি প্রচারাভিযানে স্থানীয় ভাবে কোনো ধরনের আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে না বলেও মন্ত্রী টিংকু রায় জানান। কারন, বিগত ৫বছর বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যা যা উন্নয়ন করেছে তার নিরিখেই সাধারণ মানুষ ফের বিজেপি দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করে বিজেপি দলের পঞ্চায়েত গঠন করবে বলে জানান মন্ত্রী টিংকু রায়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নম্বর আসনের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নম্বর আসনের বিজেপি প্রার্থী উত্তম দাসের সমর্থনে রবিবার বেলাবর এলাকায় রেলী অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ১৭ নম্বর আসনের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী উত্তম দাসের সমর্থনে রবিবার বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়।

বেলাবর স্কুলের সামনে থেকে রেল শুরু হয়ে এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী উত্তম দাস ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিজেপি সহ সম্পাদক অসীম সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রেলিতে অংশগ্রহণ করে বিজেপি পশ্চিম জেলা সহ-সম্পাদক অসীম সাহা বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করেন। গ্রামীন এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ,রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সহ সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কাজ করে থাকে। দেশের সরকার ও রাজ্যের সরকার জনকল্যাণে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজ করে চলেছেন সেই কাজের নিরিখেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণদেবতারা মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করবেন বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

খোয়াইয়ে অনুষ্ঠিত ভোটকর্মীদের ভোট গ্রহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৪ আগস্ট।। গ্রাম সরকার গঠনের লক্ষ্যে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে ভোট কর্মীদের ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া। রবিবার সকাল দশটা থেকে খোয়াই আর ডি ব্লকে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি চলে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত। সকাল থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়।এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের যে আসন গুলিতে প্রার্থীরা রয়েছে সেই আসনগুলির ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন খোয়াই আর ডি ব্লকের ভিডিও তথা আরও অভিজিৎ দাস। তাছাড়া তিনি বলেন শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই চলছে ভোটগ্রহণ।

বাড়ছে গোমতী নদীর জলস্তর চিন্তায় নদীর তীরের এলাকাবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ৪ আগস্ট।। গোমতী নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে মেলাঘর পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বেশ কিছু বাড়িঘর। জীবনের শেষ সম্বল ছিল বসতভিটা। টানা বৃষ্টিতে গোমতী নদীর জল বাড়ার ফলে গোমতী নদীর একেবারে শেষ কিনারায় বসত ঘর চলে এসেছে।

তাই বাধ্য হয়ে মেলাঘর পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ইসমাইল মিয়া গোমতি নদী সংলগ্ন বসত ঘর ভেঙ্গে অন্যত্র সরিয়ে নিচ্ছেন। শনিবার রাত্রে তিনি এই ঘরে ঘুমাতে পারেননি। সারারাত অনিদ্রা থেকে ঘরটিকে পাহারা দিয়েছেন। আর রবিবার সকাল হতেই গোমতী নদীর জল যেভাবে বেড়ে চলেছে হয়তো আজকের দিনে তার বসত ঘরটি নদীর বুকে চলে যেতে পারে। সেজন্য বসত ঘর ভেঙ্গে অন্যের জায়গায় আপাতত স্থান নিচ্ছেন। আগামী দিনে কি করবেন, কোথায় থাকবেন পরিবার নিয়ে এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট কর্মীদের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট ।। ৮ ই আগস্ট রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী রবিবার রাজ্যের অন্যান্য ব্লকের সাথে ডুকলি ব্লকে ও ভোট গ্রহণ কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ভোট নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এদিন সকাল ১০টা থেকেই ভোট গ্রহণের কাজের সাথে যুক্ত কর্মীদের উপস্থিতি ছিল বেশ লক্ষনীয়।

রিটার্নিং অফিসার সুশান্ত দত্ত বলেন ডুকলি ব্লকে মোট ভোটারের সংখ্যা রয়েছে ২২২ জন। তার মধ্যে পুলিং পার্সন রয়েছে ৯৬ জন ও পুলিশ পার্সন ৬৯ জন এবং অন্যান্য ৫৭ জন। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলে এদিন বিকেল চারটা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ কে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল আটোসাটো।

ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা থেকে অল্পতে রক্ষা পেলেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট।। অল্পেতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার খেজুর বাগান এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, খেজুর বাগান এলাকায় রেডলাইটে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয় কুমার দাস নিজ গাড়ি নিয়ে। তখনই এএমসির আবর্জনা গাড়ি পেছন থেকে এসে ওই ব্যক্তির গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বিজয় বাবুর গাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে এএমসির আবর্জনা গাড়িটিকে আটক করে নিয়ে গেছে। বিজয় বাবুর গাড়িটি যদি দাঁড়ানো অবস্থায় না থাকতো তাহলে আজকে আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ আগস্ট শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবিবার স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বসে আঁকো, সাঁতার, দাবা এবং যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজীব ভট্টাচার্য এবং মেয়র সহ উপস্থিত ক্লাবের কর্মীবৃন্দ। শিবনগর মডার্ন ক্লাব ও আমরা তরুণ দল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ক্লাবের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার রক্তদান শিবির বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সাঁতার প্রতিযোগিতা এবং যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজীব ভট্টাচার্য এবং আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজসেবী রাজিব ভট্টাচার্য বলেন শিবনগর মর্ডান ক্লাব ও আমরা তরুণ দল সবসময়ই বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে। রবিবার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কর্মকর্তারা স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করায় ক্লাব কর্মকর্তা সহ সমস্ত সদস্যাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অন্যান্য ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকেও রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহবান জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।